● স্বাধীনতার প্রাথমিক শিক্ষা
● ছোট থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল মডেল স্কুল
● অনগ্রসর মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায়
● সেবার ভাবে পুবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা
● গ্রাম উন্নয়নের ভাবনায়
খবরের ঘন্টা
স্বাধীনতা দিবস

DEE ESS ENTERPRISE

ACC

Cement
C & F Agent

TATA TISCON

JOY OF BUILDING

Platinum Dealer

Since 1760
Lewis Berger
Paint your imagination

Sika®

Auth. Dealer Auth. Distributor

deeessrana2013@rediffmail.com

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE

Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India

Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE

Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course

Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

TERAI INTERNATONAL SCHOOL

Registration No : SO185236

HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII

- DAY BOARDING FACILITY
- FULL BOARDING FACILITY
- TRANSPORTATION FACILITY
- EXTRA CURRICULUM ACTIVITY

উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. V Issue-2

1st August-31st August 2021 Independence Day

পঞ্চম বর্ষ-সংখ্যা-২ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

২৯ শে শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৫ই আগষ্ট, ২০২১, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (পরিবেশবিদ)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
দুর্বা ব্রহ্ম (শিক্ষিকা)

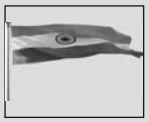

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. Editor : Shilpi Palit
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally, Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA

Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৩
স্বাধীনতা দিবস.....শিল্পী সরকার.....০৬
করোনার মধ্যে বসে নেই.....চিত্তরঞ্জন সরকার.....০৭
স্বাধীনতার প্রাথমিক শিক্ষা.....বিপ্লব কুমার মন্ডল.....০৮
যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ.....অনিল সাহা.....১১
শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক চিহ্নের ব্যাখ্যা.....শ্রীমতি সুশ্বেতা বসু.....১২
আগস্টের ইতিকথা.....গনেশ বিশ্বাস.....১৪
ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল মডেল স্কুল
তৈরি করবো.....সামসুল আলম.....১৬
অনগ্রসর মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় আনতেই স্কুল শিক্ষিকা.....দুর্বা ব্রহ্ম.....২২
স্বাধীনতা একটা প্রক্রিয়া.....কবিতা বনিক.....২৫
ফুসফুস ভালো রাখতে নতুন কিছু আসন...সুদীপ্ত কুমার জানা....২৬
বেতনের টাকাতে সামাজিক কাজ.....ফটিক রায়.....২৮
ঘরে ঘরে চর্চা হোক স্বাধীনতা
সংগ্রামীদের নিয়ে.....সজল কুমার গুহ.....৩০
আমার স্বপ্নপুরী আমার ভারতবর্ষ.....রিতু সূত্রধর.....৩১
গ্রাম উন্নয়নের ভাবনায়.....পুস্পজিৎ সরকার.....৩২
শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে প্রয়াস ফাউন্ডেশন....বিশ্বজিত ভট্টাচার্য....৩৪
লড়াই চালিয়ে যেতে হবে.....মধুমিতা ঘোষ.....৩৬
দেশ ও সমাজের সেবার ভাবে পূবালি
সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা.....বিপ্লব সেনগুপ্ত.....৩৭
শিক্ষকরাই সমাজের মূল মেরুদন্ড.....দেবপ্রিয় বড়ুয়া.....৩৯

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

ব্যতিক্রমী কাজে নবীনা.....৩৬

ঃঃ কবিতা ঃঃ

স্বাধীনতা.....অর্পিতা দে সরকার.....২১
চলরে তোরা চল.....অদিতি পি চক্রবর্তী.....২৯

সম্পাদকীয়

সকলকে স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা

এক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে আমরা সময় পার করছি। দুর্যোগ হলো, করোনা । একতো করোনার কামড়, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সমস্যা। বহু মানুষকে আমরা হারিয়েছি। অনেক পরিবার এখন শোকে মুহ্যমান। তাদের প্রতি রইলো আমাদের সহমর্মিতা,তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। তার সঙ্গে অনেকের কাজ চলে গিয়েছে। তাদের পাশেও আমাদের সকলের এই সময় থাকা দরকার। এরমধ্যেই চলে এসেছে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবস। স্কুল কলেজ বন্ধ। অনলাইনে সব ক্লাস হচ্ছে। আগের মতো স্বাধীনতা দিবস বা শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান এবারেও হয়তো হবে না। তবে অনলাইনেই এই বিশেষ দিবসগুলো পালন করা প্রয়োজন, বিশেষ করে বিশেষ এই দিনগুলো সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কিছু জানানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। করোনা যেন আমাদের এই সময় বেশি বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের কথা। তাঁরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন দেশের জন্য। ব্রিটিশ শাসনে তারা লাঠির আঘাত, বুটের আঘাত সহ্য করেও দেশের মুক্তি বা স্বাধীনতার লড়াই থেকে পিছু হটেননি। তারা অনেকে অভুক্ত থেকেছেন, অনেকে একবেলা খেয়েছেন তবুও দেশের প্রতি প্রেম থেকে একবিন্দুও সরে আসেননি। আজ সেই সব স্বাধীনতা যোদ্ধাদের অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁদের কর্ম, ত্যাগ ও দেশ প্রেম আমাদের এই করোনার এই সময় দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নতুন প্রজন্মকে। করোনার এই সময়ও একটা সঙ্কট চলছে। এই সময় করোনা বিধি মেনে চলার পাশাপাশি অনেক ত্যাগ, কষ্ট আমাদের স্বীকার করতে হবে। তবেই আমরা একদিন নতুন ভোর দেখতে পাবো।

সকলকে স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা। স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষক দিবস স্মরন করেই এবারের বিশেষ সংখ্যা। যারা পত্রিকায় লেখা দিয়েছেন এবং যারা এই সঙ্কটের সময় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি বারবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমরা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--১০

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের কথা দিয়েই তাঁদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।--মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

ঋষি ইনার রোড দিয়ে গেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে যায়--কিছুটা এগুনোর পর দাদাজীকে দেখতে পায় উনি কয়েকজন আশ্রমিককে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন ঋষিকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকেন। ঋষি ও দাদাজী দুজনেই গেস্ট হাউসের দিকে এগোন। দাদাজী বলেন, আগামীকাল গুরুপূর্ণিমা আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। বছরে তিনটে পূর্ণিমার দিন মাতাজী ভক্তদের দর্শন দেন। অন্য দুটির একটি শ্রাবনী পূর্ণিমা --মাতাজীর গুরুদেবের জন্মদিন আরেকটি হলো লক্ষী পূর্ণিমা , ওটা মাতাজীর জন্মদিন। বেদাগিরি ও সেন্ট্রাল হিলসের মধ্যবর্তী স্থানটিতে একটি চারদিক খোলা দক্ষিন ভারতীয় স্টাইলের মন্ডপ রয়েছে। সেটির ঠিক মাঝখানে একটি চতুস্কোন বেদীর ভেতরে মাতাজীর গুরুদেবের অস্থি একটি স্বর্ণকলসের মধ্যে সীল করে রাখা আছে। ওই স্থানটি সমাধিস্থল নামে পরিচিত। সমাধিস্থলটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। ইনার রোডের

ধারে রেলিংয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থল থেকে প্রায় পনের ফুট নিচে অপেক্ষমান ভক্তদের মাতাজী দর্শন দেন। ইনার রোডের উপর ভক্তরা বিভিন্ন ব্লকে বসে অপেক্ষা করেন একেকটি ব্লকে দুশো জন করে ভক্ত থাকেন। একটি ব্লকের দর্শন হয়েগেলে তার পেছনের ব্লক এগিয়ে যায়। প্রায় পনের মিনিট সময় লাগে একেকটি ব্লকের দর্শনে। দর্শনের সময় ভক্তরা দাঁড়িয়ে মাতাজীর দর্শন গ্রহন করেন। প্রতিটি ভক্তই দেখেন এবং অনুভব করেন মাতাজী তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকের নানা ধরনের অনুভুতি এবং অভিজ্ঞতা হয়। দাদাজী বলেন, ভোর পাঁচটা থেকে দর্শন আরম্ভ হয়। পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা এই আধঘন্টা সময়টা আশ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে--- তাঁরা দর্শনের পর যে যার কাজে চলে যান দর্শনের দিন কাজের চাপ বেশি থাকে। দুপুর দুটো নাগাদ দর্শন শেষ হয়ে যায়। তুমি ফার্স্ট ব্লকে দর্শন করে নেবে এটা তোমার আই ডি এটি সঙ্গে রেখো, আগামী দুদিন আমি এবং অ্যানি উভয়েই ব্যস্ত থাকবো। তুমি বিকেলে রেবতীর সাথে দেখা করো-- তোমার যা দরকার ওকে বলো ও সব ব্যবস্থা করে দেবে। প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ওকে বিচার করো না। মেয়েটি ভাল, মাতাজী অ্যানিকে গড়েছেন আবার অ্যানি রেবতীকে গড়ে নিচ্ছে। দুজনে প্রায় সমবয়েসী। খুব শীঘ্রই বেরতী আশ্রম জয়েন করবে। আশ্রমের কয়েকজন পুরনো এবং নতুন আশ্রমিকদের সাথে কথা বলতে চাই, সম্ভব কি?ঋষি জানতে চাইলো। কোন নিষেধ নেই তবে তুমি যে উদ্দেশ্যে কথা বলতে চাও সেভাবে তাঁরা কথা বলতে চাইবে বলে মনে হয় না। কারণ কয়েক বছর আগে তোমার মতো একজন সাংবাদিক এসেছিলেন বেশ কয়েকজন আশ্রমিকের সাথে কথা বলে ফিরে গিয়ে যা রিপোর্ট দিয়েছেন অর্থাৎ সংবাদপত্রে যা ছাপা হয়েছিল তা রীতিমতো অসম্মানজনক, আমরা এসবের কোন প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিনা। তাই মনে হয় কথা বলতে চাইবেন না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পার-- এ বিষয়ে রেবতীকে বলো-- আমার সম্মতি আছে। পরে দেখা হবে।

মনে হলো রেবতী তার জন্যই অপেক্ষা করছে যদিও রিসেপসনে অনেকেই ছিল। মেয়েটি শ্যামবর্ণা, মুখশ্রীতে দক্ষিনী ছাপ খুব এট্রাকটিভ ফিগার এর চোখ দুটিও বেশ টানাটানা । ঋষির মনে হলো একে অনায়াসে দক্ষিনী বিউটি বলা যায়। আপনি আমার উপরে খুব অসন্তুষ্ট মনে

সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা

সবাই মুখে মাস্ক বেঁধে রাখুন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন, টিকা গ্রহন করুন
করোনা বিধি মেনে করোনাকে বিদায় জানান

সামসুল আলম

প্রধান শিক্ষক, মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল

বিধাননগর, শিলিগুড়ি।

হয়। সন্তুষ্ট হই এমন কিছু করুন। রেবতী এসে ফেললো। রেবতী ঋষিকে একটা আলাদা সংলগ্ন চেম্বারে নিয়ে গিয়ে বসালো। অনেস্টলি স্পীকিং হোয়েন ইয়ু স্মাইলস ইয়ু লুকস ভেরি এট্রাকটিভ। ম্যাডামের কাছে শুনেছি ইয়ু স্পীকস ফ্রম ইয়োর হার্ট। আমাকে কি করতে হবে বলুন। প্রথম আমাকে স্যার বলবেন না আর আপনি আপনি করবেন না। এখন আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে আই মীন ইয়ু আর গোয়িং টু হেল্প মী, ইজ ইট ওকে? ভেরি মাচ ঋষভ। এবার বলো। আমি কয়েকজন আশ্রমিকের সাথে কথা বলতে চাই। কতজনের সাথে? বেশি নয় তিনজনের সাথে-- তবে একজন সব থেকে সিনিয়র হওয়া চাই। সিলেকসনটি তোমাকেই করতে হবে। বেশ কিছুক্ষন সময় লাগলো-- তারপর রেবতী বললো, বিকাশদা উনার বয়েস বিরাশি-- বেশ ফিট । তবে খুব রাফ টাং। আরেকজন প্রগতি ওর বয়েস আমার মতো। ঋষি হেসে বললো, তোমার কতো আগে সেটা বলো। আমি থারটি প্লাস। অন্যজন সেও মেয়ে , বয়েস বাইশ নাম রাধিকা, শুনে ঋষি রেবতীর মুখের দিকে তাকলো। প্রগতি ও রাধিকাকে আগে থেকে বলে রাখতে হবে। দেখি বিকাশদাকে এখন পাওয়া যায় কিনা। প্রত্যেকের সাথে তাদের ঘরে বসে কথা বলতে পারলে ভাল হয়। দেখা যাক। তুমি একটু বসো-- আমি বিকাশদার খোঁজ নিয়ে আসছি। ঋষি আজকের দর্শনের কথা ভাবছিল পীন ড্রপ সাইলেন্স, কথাটির অর্থ আজ সে প্রত্যক্ষ অনুভব করেছে। সম্পূর্ণ ইনার রোডটি চাঁদোয়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে--রাজ্ঞ স্তার একটি অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে-- যাতে প্রয়োজনে অপেক্ষারত দর্শনার্থীরা যাতায়াত করতে পারে। দর্শনের পর সবাই অনুভব করেছে মাতাজী তাঁদের প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকিয়েছেন ও আশীর্বাদ করেছেন। ঋষভেরতো মনে হয়েছে মাতাজী তার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন। মাতাজীর ডানদিকে দাদাজী ও বাঁ দিকে অনন্যা দাঁড়িয়েছিল। রেবতী ফিরে এসে জানালো বিকাশদা অনুমতি দিয়েছেন, একটু চা খেয়ে নেবে? না চলো আগে তেতো রসটি পান করে আসি। আমি তোমাকে ইনট্রোডিউস করে চলে আসবো। উহুঁ, তুমি আমার সাথে থাকবে।

(ক্রমশ)

স্বাধীনতা দিবস

শিল্পী সরকার

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, / কে বাঁচিতে চায়?/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,/কে পরিবে পায়?' কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ওই কবিতার লাইনগুলো আজও মানুষের মনে অমর হয়ে রয়েছে।

স্বাধীনতার সূর্য পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত যাওয়ার পর থেকে ভারতবাসীকে ব্রিটিশদের কাছে কত না অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। আমাদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বিদেশী হানাদারবাহিনী আমাদের দেশবাসীর স্বাধীনতাকে হরন করে নিয়েছিল।

অবশেষে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের এই দিনে আমাদের দেশ ব্রিটিশদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছিল। তবে এই স্বাধীনতা কোন একদিনে কিংবা অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে আসেনি। আমরা ইতিহাসে পড়েছি, ভারতমাতার বহু বীর সন্তান অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়ে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা দিবস ভারতবর্ষ ও তার নাগরিকদের জন্য অনেক অর্থ বহন করে। পৃথিবীতে ছোট বড় সকল স্বাধীন জাতিরই একটি স্বাধীনতা দিবস আছে। ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এর দেশ। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করে। প্রাকৃতিক বিভিন্নতাও কম নেই। কিন্তু যে কোন জাতীয় অনুষ্ঠান, জাতীয় দিবস সকল ভারতবাসীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এই জন্য সকল দেশবাসী স্বাধীনতা দিবসটিকে জাতীয় সংহতির একক হিসাবে মানে এবং তারা তা একসাথে উদযাপন করে।

এই ১৫ই আগস্ট দিবসটি আমাদের শরীরের সাথে আত্মার মতো সম্পর্কিত। এছাড়া এই দিবসটি আমাদের কাছে অতীব পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ। প্রতিবছর এই দিনটি আমাদের স্বাধীনতার কথা স্মরন করিয়ে দেয়। তাই প্রতিবছর সব জাতিই অতি আড়ম্বরের সাথে এই দিনটিকে পালন করে।

এই দিনটিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পতাকা উত্তোলন করেন। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দেন। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী নেতা-নেত্রী ও শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

'স্বাধীনতা, তুমি লাখো শহিদদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া/ স্বাধীনতা, তুমি প্রিয়জন হারা অশ্রু দিয়ে নাওয়া।'

বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা হারাতে চাই না। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আমরা আজীবন চেষ্টা করব আমাদের দেশের সম্মান যেন সবসময় রক্ষা করতে পারি। স্বাধীনতা ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরুপ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের এই অসাধারণ দেশটি যেন চিরকাল এমন স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকে এবং উন্নয়ন ও খ্যাতির চরম শিখরে অবস্থান করে।

শুভ স্বাধীনতা দিবস----জয় হিন্দ।

(লেখিকা একজন শিক্ষিকা, তার বাড়ি শিলিগুড়ি প্রধান নগরের বি বি ডি কলোনিতে)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার

(প্রাক্তন বিজেপি নেতা)

চিকিৎসক দিবসে সকলে ভালো থাকুন

শিলিগুড়ি

করোনার মধ্যে বসে নেই

চিত্তরঞ্জন সরকার

নমস্কার সকলকে। সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা এবং শিক্ষক দিবসের ভালোবাসা। আমি এখন শিলিগুড়ি দক্ষিন শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ২০১৩ সাল থেকে এই স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহন করেছি। জন্ম আমার হলদিবাড়ির কাশিয়াবাড়িতে। এখন বয়স পঞ্চাশ বছর। আমার বাবা জীবনচন্দ্র সরকার ছিলেন একজন কৃষক। আমরা ছভাই দুই বোন। ছোট থেকেই বাবার সঙ্গে কৃষি কাজ করেছি। মাধ্যমিক পরীক্ষাও যখন দিয়েছি জমিতে ধান রোপন থেকে শুরু করে মাথায় পাটের বোঝা চাপিয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করেছি। এমনও হয়েছে জমিতে লাঙল দিয়ে স্কুলের ঘন্টা পড়তে পড়তেই স্কুলে উপস্থিত হয়েছি। তখন থেকেই মনে ইচ্ছে ছিলো বড় হয়ে শিক্ষক হবো। শিক্ষকদের সমাজে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। আর তখন থেকেই শুরু হয় আমার সংগ্রাম। জন্ম হয়েছিল ১৯৭০ সালে, হলদিবাড়িতে। মাধ্যমিক পর্যন্ত হলদিবাড়িতেই পড়াশোনা। তারপর একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে। ১৯৮৯ সালে শিলিগুড়ি কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হই। সেখান থেকে পাশ করার পর ইতিহাসে অনার্স নিয়ে এম এ পাশ করি। এখনও পড়ে চলেছি, এখন ইংরেজিতে আরও ডিগ্রি নেওয়ার জন্য পড়ছি। তবে কর্মজীবন শুরু হয়ে যায় ১৯৯৬ সালে। প্রথমে সুকনা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক হিসাবে। অ্যাডহক ভিত্তিতে

সেখানে শিক্ষক ছিলাম। সেখান থেকে ১৯৯৮ সালে আবার ওই অ্যাডহক হিসাবে সহ শিক্ষকের পদে বাগডোগরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে। তারপর সেখান থেকে ২০০২ সালে গোঁসাইপুর ভুজিয়াপানি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ শিক্ষক। সেখান থেকে ২০০৬ সালে শিলিগুড়িতে পাটেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ শিক্ষক হিসাবে বদলি হয়ে আসা। তারপর ২০০৮ সালে শিলিগুড়ি দক্ষিন শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদান। সেখান থেকে দক্ষিন শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ২০১৩ সালে।

করোনার এই পরিস্থিতিতে স্কুল অনেকদিন বন্ধ ঠিকই। কিন্তু আমাদের কাজ চলছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে গতবছর থেকে অনেক কাজ করেছি। গতবছর ২৪এপ্রিল থেকে লকডাউনের সময় পয়লা মে পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে তিনশ জনকে ডিম ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। আবার আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য বইখাতার বন্দোবস্ত করেছি। দুজন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য মোবাইলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বর্ষার সময় গরিব বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ত্রিপলের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, শীতের সময় তাদের কম্বল দান করেছি। এবারেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে রান্না করা খাবার বিলি করেছি। স্কুল বন্ধ থাকলেও ছেলেমেয়েরা ঠিকঠাক পড়ছে কিনা তার খবরাখবর নিচ্ছি। আর অবসর পেলেই কবিতা লিখছি। করোনার ওপর কিছু কবিতা লিখেছি। সামাজিক সচেতনতার ওপরও কবিতা লিখেছি।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি ঘোঘোমালিতে, তিনি দক্ষিন শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)

স্বাধীনতার প্রাথমিক শিক্ষা

বিপ্লব কুমার মন্ডল
(শিক্ষক, হেমতাবাদ, উত্তর দিনাজপুর)

হঠাৎ একটা ডাকার শব্দ ভেসে এলো কানে,মাস্টারদা---!!

চমকে উঠলাম। শব্দটা যেনো বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো এসে আঘাত করলো আমার হৃদপিন্ডের সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোডে। তারপর সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ ক্রমশ সজোরে ধাক্কা দিয়ে হৃদয়কে করলো আন্দোলিত, আমার বন্ধ হৃদপিন্ড যেন হঠাৎ চলতে শুরু করলো আবার!

পিছন দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলাম আমারই পরিচিত একজন, ডাকছে আমায়। খুব আপ্লুত হলাম। ওই মাস্টারদা শব্দটার সাথে যে কতো কথা, কত গল্প, রহস্য লুকিয়ে আছে তার হিসেব নেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় শিক্ষকের এই ভূমিকা যুগ যুগ ধরে সমস্ত শিক্ষক সমাজকে করেছে গর্বিত। ওই সূর্যসেন নামের সূর্যের আলোক রশ্মি আরও সকল অমূল্য নক্ষত্ররাজির সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পরাধীনতার অন্ধকারকে দূর করে, এনে দিয়েছে আমাদের দেশের স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোকের বর্ণময় রশ্মি ছটা।

একজন শিক্ষক বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কাজ শুধু ছাত্রদের লেখাপড়া শেখানো নয়, শিক্ষার্থীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ও মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন এই শিক্ষকই। পড়াশোনার বাইরেও দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য নানা বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালনে সবার আগে এগিয়ে এসেছেন শিক্ষক, তার জ্বলন্ত প্রমান মাস্টারদা। শিক্ষার্থীকে সঠিক পথ দেখানো আর প্রয়োজনে দেশ ও জাতির জন্য আত্মবলিদান করার মহান ব্রত পালন করা, এতো মাস্টারদা ভালো করেই শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। সম্পর্কের খাতিরে আজ ওই প্রিয় নামটা ধরে কেউ আমায় ডাকলেও মাস্টারদা নামটির প্রতি মর্যাদা রক্ষার্থে যথাসম্ভব কাজ করার চেষ্টা করি আমি কারণ পেশাগত দিক থেকে আমি একজন চিকিৎসক হলেও আমার কাছে আজ অতি গর্বের বিষয় এই যে আমি একজন শিক্ষকও। অনেকেই

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD, GHOGOMALI, SILIGURI

আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি কেনো ডাক্তারি ছেড়ে মাস্টারিতে এলাম!

আসলে আমার মা-ও শিক্ষকতা করেছেন। খেলার ছলে মাস্টারি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে যখন পাশ করেছিলাম তখন মা আমায় বললেন, মাস্টারি করতে করতেও ডাক্তারি করা যায়। যদিও বাবার ইচ্ছে ছিলো তাঁর নিজের প্রফেশন তথা ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে আমাকে এগিয়ে দেওয়া কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিলো মেডিক্যাল লাইন নিয়ে পড়ার। শেষ পর্যন্ত বেশি দূর এগোতে না পারলেও আয়ুর্বেদিক নিয়ে পড়াশোনা করে একজন ছোটখাটো ডাক্তার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি । তারপর মাস্টারি পদে নির্বাচিত হয়ে মায়ের আরেকটি মূল্যবান কথায় শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হলাম,' একজন ডাক্তার যেমন একশ জন রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে তেমনি একজন শিক্ষকও কিন্তু একশো জন ডাক্তার তৈরি করতে পারে'। সেদিন মায়ের ওই কথাটি শুধু তার নিজের পেশার প্রতি বেশি শ্রদ্ধা আছে বলেই আমাকে শিক্ষকতা করতে বলেছেন কীনা, এমনটি ভাবার সাথে সাথে এটাও চিন্তা করেছিলাম-- একজন ডাক্তার হয়েও শিক্ষক হওয়া যায়। এখন বিনা ফিসে রোগী দেখি, শুধু আইনি জটিলতার কারণে আমি ফিস নেওয়া ছেড়েছি সেটা নয়, মূলত বিনা চিকিৎসায় চোখের সামনে বাবার অকাল মৃত্যু আমাকে নিজের কাছে নিজেকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করেছিল, বিনা পয়সায় অসহায় মানুষের চিকিৎসা করতে। খুব বেশি কিছু হয়তো করতে পারছি না ঠিকই কিন্তু এটুকু নিজের প্রতি আজ বিশ্বাস রাখতে পারছি, যদি এভাবেই একজন ডাক্তার হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়াই অথবা একজন প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রাখতে পারি তবে সকলের সমবেত প্রচেষ্ঠায় দেশ ও জাতির কল্যানে নিজেকে ধন্য করতে পারবো। আজও আমরা স্বাধীন নই। স্বার্থ লোভী,বাহুবলী অথবা কুচক্রী কিছু মানুষের কাছে আমরা আজও পরাধীন। আমরা পরাধীন নীতিজ্ঞানহীন কিছু অত্যাচারী স্বদেশী শাসকের কাছে। এই পরাধীনতার শঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার বীজ মন্ত্র লুকিয়ে আছে একজন শিক্ষকের কাছে। প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষক/শিক্ষিকারা সঠিক পাঠদানের মাধ্যমে কচি শিশুর জ্ঞানের আলো বিকশিত করে দেখাতে পারে নতুন দিশা, দূর করতে পারে কুশিক্ষার অন্ধকার, এনে দিতে পারে দেশ ও জাতির পূর্ণ ও প্রকৃত স্বাধীনতা।

তাই আজ প্রাথমিক শিক্ষার মাঝেই আমি খুঁজে পাই আমার জীবন চলার পথ, শিক্ষকতার পাশাপাশি নানা সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে খুঁজে বেড়াই দেশের স্বাধীনতা, সমাজের স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাধীনতা

(লেখক বিপ্লব কুমার মন্ডল উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ দক্ষিন চক্রের অর্ন্তগত বাহিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক)

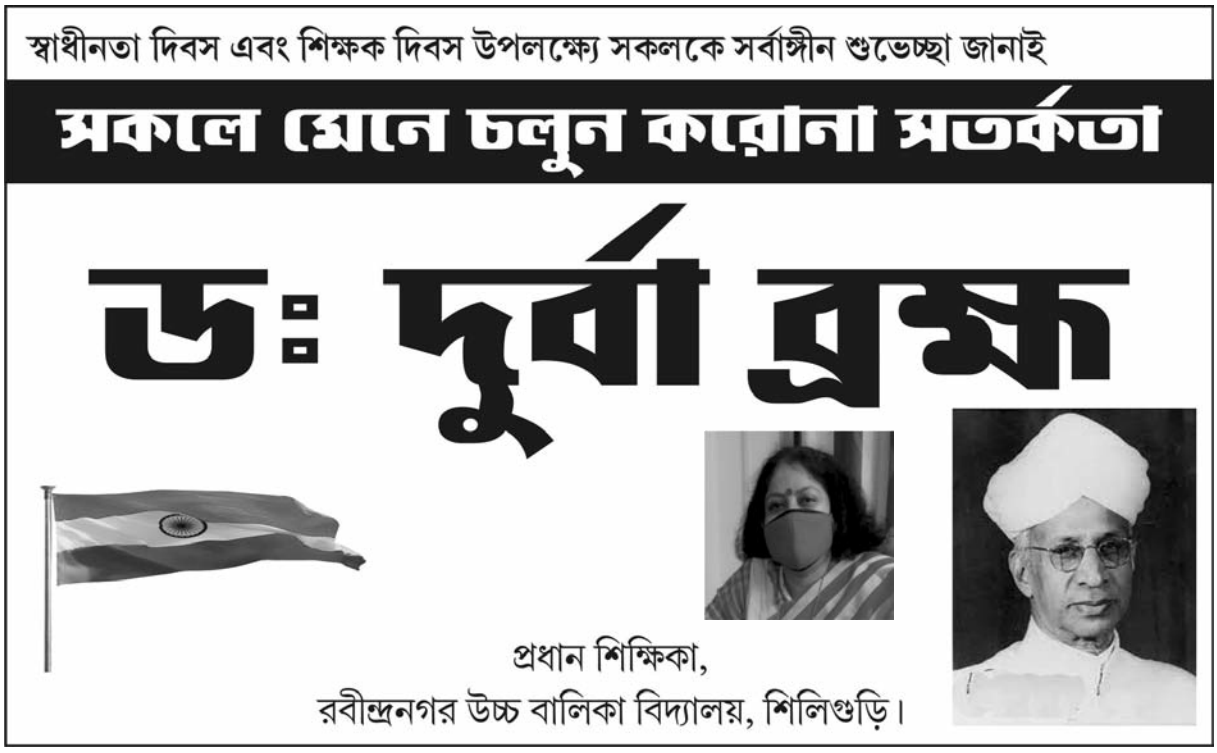

‘ফিসচুলা, পাইলস থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি’

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস।
পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রনে জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারেন।
না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লু এইচ ও (WHO) দ্বারা স্বীকৃত দিল্লীর এ আই আই এম এস (AIIMS) ও চন্ডীগড়ের পি জি আইতেও (PGI) এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলান্স পাইলস, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

সত্যবানি অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট বি, শিবমন্দির, এন বি ইউ এর বিপরীতে, গেট নং-২, ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউ, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর মোবাইল নং- ৯৪৩৪৮৭৭৭৩৪/9434877734

-ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ -

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। ও শনিবার ঃ বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

Dr. Saumyadip Kar

BAMS (Kol), PGCPT (Kerala), PGTARS & KT (New Delhi)
PGDHM (NIHFW), Medical Officer (Govt. of WB)(Ayurvedic)

GENERAL PHYSICIAN & ANO-RECTAL SURGEON

PILES, FISSURE, FISTULA, PROLAPSE RECTUM ARE TREATED WITH SCLEROTHERAPY & KSHARASUTRA

FACILITIES FOR :

KSHARASUTRA & SCLEROTHERAPY IN JASC
No Hospital Stay | Immediate Return to Normal Work
Economical | Least Blood Loss
Safe for Elderly, Heart Patient & Pregnant Ladies

PAIN MANAGEMENT BY THERMAL MICROCAUTERY
Osteoartritic Pain, Neuro Muscular Pain, Cervical & Lumbar Spondylosis, Sciatica Pain are managed

JEEVAKA AYURVEDIC SPECIALITY CENTRE

Satyavani Apt, Gr Floor, Flat B, Shivmandir, Opp NBU Gate No. 2, University Avenue, Siliguri | Cell : 94348 77734, 70014 69244
email : jeevaka.sk@gmail.com

যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ

অনিল সাহা

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছন,'পৃথিবীতে যখনই গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিবে, যুগে যুগে আর্ত মানবের রক্ষার জন্য আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবো। ভারতবাসীর ধারণা শ্রী অরবিন্দ এইরুপ একজন অবতার কল্প পুরুষ ছিলেন। শ্রী অরবিন্দ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। শ্রী অরবিন্দের জন্মদিন স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। তার পিতার নাম কৃষ্ণধন ঘোষ, সেকালের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। রাজনারায়ন বসু অরবিন্দের মাতামহ। মাত্র সাত বছর বয়সে অরবিন্দকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সেন্টস পলস স্কুলে ভর্তি হন। অরবিন্দ অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ইংরেজি সহ সব ভাষাতেই সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন। এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন আরম্ভ হয় বরোদায়। তিনি বরোদা কলেজে যোগদান করে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতে থাকেন। পরে ওই কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এইসময় এদেশের তরুনদের সংস্পর্শে আসেন। দেশের দুর্দশা অরবিন্দের মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি করেছিল। তিনি দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করাই স্থির করেন।

বরোদা কলেজে অধ্যাপনাকালে মহামতি গোখলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। মহামতি গোখলে মহারাষ্ট্র জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। অরবিন্দ এই আন্দোলনে পরোক্ষভাবে সহায়তা করতে লাগলেন। সময়টা ১৯০৫ সাল বাংলাদেশের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলো। সেই সময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাড়ে সাতশ টাকা চাকরি পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে আসেন। ১৯০৬ সালেই অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি বন্দেমাতরম নামক ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা সেইসময়কার যুব সমাজের মধ্যে অসাধারণ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলো। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দেমাতরম পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মানিকতলা বোমা মামলার সঙ্গে জড়িত করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিখ্যাত ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ফি গ্রহন না করে তার পক্ষ সমর্থন করেন। এই মামলায় অনেক তরুন বাঙালির ফাঁসির হুকুম হয়। প্রমানাভাবে অরবিন্দ মুক্তি লাভ করেন।

কারা মুক্তির পর অরবিন্দ রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহন করেন। তিনি গোপনে কলকাতা থেকে ফরাসি সরকারের সহায়তায় মাদ্রাজের ফরাসি উপনিবেশ পন্ডিচেরীতে গমন করেন। সেখানে আশ্রম স্থাপন করেন। সুদীর্ঘ ৪৮ বছর যোগ সাধনায় ব্যতীত থেকে মানব জাতির কল্যান সাধনে রত হন। সেখানে আর্য্য নামে একটি ইংরেজি দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র দার্শনিক হিসাবে অরবিন্দের নাম ছড়িয়েপড়ে। সেখানে সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর শ্রীঅরবিন্দ নামে পরিচিত হন। দি মাদার গ্রন্থখানি বিশ্বের মূল্যবান সম্পদ। শ্রীঅরবিন্দের মতে এই পৃথিবীতে মানুষের মুক্তি লাভ সম্ভব। এর জন্য নিরলস সাধনা প্রয়োজন।

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দের দেহাবসান ঘটে। শ্রী অরবিন্দের সাধনাস্থল পন্ডিচেরী ভারতের অন্যতম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নমস্কার কবিতার ভাষায় শ্রীঅরবিন্দকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। 'অরবিন্দ !রবীন্দ্রের লহ নমস্কার/ হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ মাতার ।/কাব্য মূর্তি তুমি, তোমা লাগি নহে মান/ নহে ধন, নহে সুখ , কোনও ক্ষুদ্র দান/চাহ নাই কোনও ক্ষুদ্র কৃপা , ভিক্ষা লাগি / বাড়াওনি আতুর , অঞ্জলি আছ জাগি /পরিপূর্ণতার তরে সর্ব বাধাহীন। '

(লেখক শিলিগুড়ি শিব মন্দিরের বাসিন্দা। তিনি উত্তরের প্রয়াস পত্রিকার সম্পাদক)

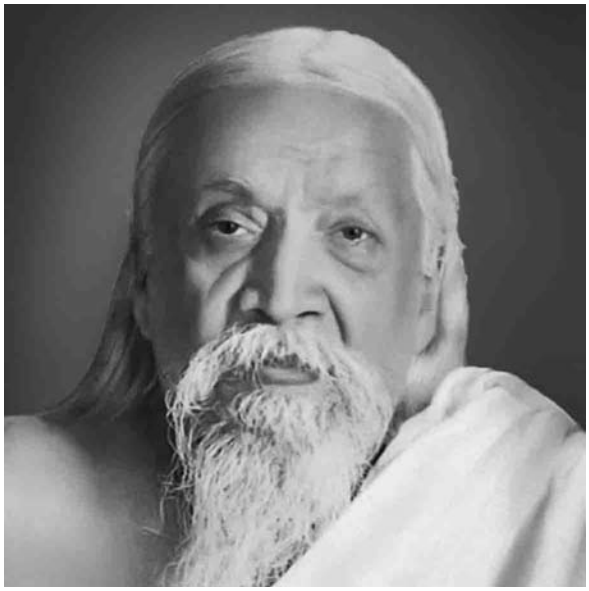

শ্রীঅরবিন্দের প্রতীক চিহ্নের ব্যাখ্যা

শ্রীমতি সুশ্বেতা বসু

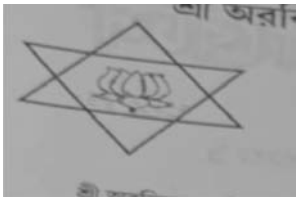

শ্রী অরবিন্দের প্রতীক চিহ্নটির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই সমকোনের দুটো ত্রিভুজ ওপর ও নিচে দুদিকে মুখ করা এবং দুটি ত্রিভুজের সংযোগস্থলে সৃষ্টি হয়েছে আর একটি চতুর্ভুজের , যার মাঝে দৃশ্যমান ঢেউতোলা জল ও একটি ফুটন্ত পদ্মফুল।

একটি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু ওপরের দিকে মুখ করা , তার অর্থ হল ভক্তের ঈশ্বর পথে উত্তরণ, অর্থাৎ পূর্ণযোগ সাধনার মাধ্যমে ভক্তের ভগবানের সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছানো এবং অপর ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুটির মুখ নিচের দিকে অর্থাৎ ভক্তের মনে আকুতি বা আস্পৃহা যত ভগবানের শক্তির দিকে ধাবিত হবে ততই সেই ভক্তবৎ শক্তিও মর্ত ভূমির দিকে ধেয়ে নেবে আসবেন ভক্তের এই উত্তরণ বা এসেন্ডিং ও দেবতার এই অবতরন বা ডিসসেন্ডিং দুইয়ের মিলিত প্রথায় তৈরি হয় শ্রী অরবিন্দের সংযুক্ত প্রতিক বা ডাবল প্রসেস সিম্বলটি।

এবার ওই ডাবল প্রসেসর ফলে দুইটি ত্রিকোনের সংযোগস্থলে আর একটি যে চতুর্ভুজের সৃষ্টি হয় তার ব্যাখা হল ভক্ত ও ভগবানের মনের মধুর মিলন ক্ষেত্র। আর সেখানকার ঢেউতোলা জলের চিহ্নটি হল ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সুরের মিলনে মানব মনের আকাশে যে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ ওঠে তারই প্রতিক। পদ্ম চিহ্নটি হল মনের সাগরে প্রস্ফুটিত বা বিকশিত দিব্য চেতনার প্রকাশ। তীব্র সাধনার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি কর্মকে ঈশ্বরীয় কর্ম ভেবে এগিয়ে যাওয়াই --শ্রী অরবিন্দের পূর্ণ যোগ। এই পূর্ণ যোগের মাধ্যমে নিজের মনকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলে ভগবান ভক্তের মনের আকাশে ফুটে উঠবেনই, আর মনের পরিবেশও তখন হবে শান্তি -- স্নিগ্ধ ও সুশীতল।

শ্রী অরবিন্দের এই প্রতিক চিহ্নটির নাম হল ডেভিড অফ স্টার অর্থাৎ পূর্ণযোগের মাধ্যমে মানুষ আকাশের তারাকেও স্থানচ্যুত করে টেনে আনতে পারে।

একাধারে মহাকবি, মহাসাহিত্যিক, মহাদার্শনিক, মহাসম্পাদক, রাজনৈতিক গুরু, সাহসী সাংবাদিক, সুশিক্ষিত ধনিপুত্র বিলাতী কায়দায় মানুষ বাংলার বীর সন্তান-- শ্রী অরবিন্দ ছিলেন অসীম ধীশক্তির আধার। কিন্তু এই যোদ্ধা ধীরে ধীরে জীবনের প্রতিটি সংগ্রামের সুতোর গুচ্ছকে একত্রে ধরে ঈশ্বরের পায়ে সম্পূর্ণরুপে নিবেদন করে হয়ে উঠেছিলেন বীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। শ্রী অরবিন্দ তাঁর জীবনের ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, ধর্ম্মযোগ, প্রেমযোগ, সবযোগকে একত্রে মিলিয়ে মিশিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এক পূর্ণযোগের। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য যে সত্য নিষ্ঠ আকুতির প্রয়োজন হয় শ্রী অরবিন্দের জীবন ঘিরেই তার প্রকাশ আমরা পাই। এই সত্য নিষ্ঠাইতো ভগবানের শক্তি যে শক্তির হাত ধরে তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিরাকার ব্রহ্মের জ্যোতিকে নিজের কাছে টেনে নামিয়ে আনতেও সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ঋষি হলেও একাকি শ্রী অরবিন্দের শক্তি কতটুকু ছিল যে ওই পরম প্রবল শক্তিকে আটকে রেখে এই মর্তভূমি করে তুলবেন স্বর্গ ভূমি? তার জন্য প্রয়োজন ছিল বহু ঋষি অরবিন্দের, যা সেদিনও বেশি ছিল না তাই হতাশ আলোক ফিরে চলে গেলেন নিজ ধামে তবে সাথে নিয়ে চলে গেলেন প্রিয় সন্তানকে বা বিশ্বের সেরা চৈত্যবিকশিত পদ্মফুল স্বরুপ শ্রী অরবিন্দকে। শ্রী অরবিন্দে যোগপথে শিক্ষা গুরু, রোমালোলা বলেছিলেন,' কলিযুগে শ্রী অরবিন্দই ছিলেন শেষ ঋষি।'তারপর কেউ এখনও জাগেননি ধরাধামে। শ্রীঅরবিন্দের মতে, অল লাইফ ইজ যোগা।

এই ভাব নিয়ে যদি প্রতিটি মানুষ জীবনের প্রতিটি কর্মকে পূর্ণযোগে পরিনত করে এগিয়ে যেতে পারে তবে অনেক শ্রীঅরবিন্দ একসাথে আটকে রাখতে সক্ষম হবেন ভগবানকে আর তখনই একমাত্র-- ধরা ধাম পরিনত হবে স্বর্গধামে তার আগে নয়।

(লেখিকা শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা)

CA. GHANASHYAM MISHRA

F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)
Chartered Accountant

Partner

SAHA & MAJUMDER

Chartered Accountant

Office :
"Nirmala Bhawan"
Hill Cart Road, Siliguri
Darjeeling, WB-734001
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147

e-mail : gmishra11@yahoo.com

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত তরুন শক্তি পাল। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের পাশে থাকার স্বপ্ন ও প্রত্যয় নিয়ে সমাজসেবার কাজে প্রাথমিকভাবে শুরু হয় তাঁর একক অভিযান। কিন্তু খুব বেশিদিন এই পথে তাঁকে এককভাবে চলতে হয়নি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সহৃদয় মানুষ শিলিগুড়ির তরুন শক্তি পালের হাতে হাত মেলান। বেশ কিছু তরুনতরুনী এগিয়ে আসেন সমাজের অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করবার জন্য। এভাবেই ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিলিগুড়ি বাবুপাড়ায় স্থাপিত হয় শিলিগুড়ি ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। বর্তমানে এই সংগঠনের সদস্যসংখ্যা ৩০। এখন ৩৬৫দিন ২৪ ঘন্টাই চলে ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের কর্মকান্ড। শিলিগুড়িতো বটেই শিলিগুড়ির বাইরেও এখন সুপরিচিত নাম ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম। অগণিত মানুষের আর্থিক অনুদানে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে ইউনিকের সেবামূলক কাজের পরিধি। মূলত এই অনুদান আর ইউনিকের সদস্যদের অদম্য কর্মস্পৃহাই এই সংগঠনের মূলধন। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে খবরের ঘন্টাও ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানায়। ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের সামাজিক ও মানবিক কাজকে কুর্নিশ জানায় খবরের ঘন্টা।

Siliguri Unique Foundation Team

Babupara, Siliguri

President :Smt. Dipti Paul **Vice-President: Mr. Mithun Sengupta**

Secretary: Mr. Bijay Chhetri

1.SAKTI PAUL
(Founder)
2.DIPTI PAUL
(President)
3.ARUP DAS GUPTA
(Assistant president)
4.BIJAY CHETRI
(Secretary)
5.SIBU PAUL
(Assistant secretary)
6.PAYEL GUHA
(Treasurer)
7.MUNMUN SINGHA ROY
(Assistant treasurer)
8.SUSANTA PAUL
(Cordinator)

9.MITHU CHAKRABORTY
(Lifetime member)
10.BISWAJIT ROY
(Lifetime member)
11.ARPITA SINGHA ROY
(Member)
12.SUBHAMAY DIWANJEE
(Member)
12.BHANU DAY
(Member)
13.MADHUMITA GHOSH
(Member)
14.ANUP BOSE
(Life time member)
15.BILASH DEVNATH
(Member)
16.SANGITA KAR
(Member)

17.CHAMPA GHOSH
(Member)
18.PRITAM DEV
(Member)
19.DIPIKA DEV
(Member)
20.PRATIMA ROY
(Member)
21.SUDIP GHOSH
(Member)
22.BISWAJIT CHAKRABORTY
(Member)
23.SUBRATO SIKDER
(Member)
24.SOMA NANDI
(Member)

25.TAPAS NANDI
(Member)
26.JAYASREE DAS
(Member)
27.RUMA MAHAJAN
(Member)
28.RUMPA BASAK
(Member)
29.RUPAM
(Member)
30.JHUMA MALAKAR
(Member)
31.DURBA MOITRA
(Member)
32.Tapan Chaki
(Member)

আগস্টের স্মৃতিকথা

গনেশ বিশ্বাস
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

জুলাই মাস এলে কাঁটা দিতে থাকে শরীরে। আগস্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের স্মরন।ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারত মায়ের সুসন্তানদের প্রায় নব্বই বছর রক্ত ক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে ১৫ই আগস্ট ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটে। তাই আগস্টকে কেন্দ্র করে সেই সময়কালের এক একটি ঘটনা মনে করে ভারতীয়দের রক্তে উদ্দীপনা আসে। দুশ বছর ইংরেজ ভারত শাসন কালে যা করেছে তা হলো শ্রমিক অত্যাচার, শোষন শাসন এবং ভারতের ধনসম্পত্তি লুঠ। ওদের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে মেহনতি শ্রমিকেরা একত্রে ১৮৫৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতে তীর ধনুক, হাঁসুয়া, লাঠিখুন্তি হাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অনেক শ্রমিক শহিদ হন। এরপর বেশ কয়েকবছর অপেক্ষার পর আবার শান্ত শ্রমিকেরা ইংরেজের ওপর আগের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেকেই আবারও শহিদ হন। কিন্তু তাঁরা মৃত্যুবরন করে ভারতে স্বাধীন আন্দোলনের বীজ পুঁতে দেন। সেই থেকে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছড়াতে থাকে। ভারত জুড়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে চলতে থাকে ইংরেজ বিরোধী লড়াই। সকলেরই লক্ষ্য একটাই ছিলো, তা হলো ইংরেজকে ভারত ছাড়া করা। লেখক কবি সাহিত্যিকরাও তাদের কলমের মাধ্যমে লড়াইয়ে সামিল হন। এক একটি অসাধারণ দেশ ভক্তির কবিতা শুনে মানুষ আরও বেশি করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আর ইংরেজের রোষানলে এই সব কবি সাহিত্যিকদেরও জেল খাটতে হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী ছোটবড় সকলে মহান ভারত মায়ের বীর সন্তান। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, রাসবিহারি বসু থেকে বহু দেশপ্রেমিকদের মহান ত্যাগ ও দেশের প্রতি ভালবাসা আমরা কোনদিন ভুলবো না। এইসব মনিষী দেশপ্রেমিকরা সবসময় আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকুক। শুধু ১৫ই আগস্ট নয়, প্রতিদিন তাঁরা আমাদের অন্তরে বিরাজ করুক।

(লেখক গনেশ বিশ্বাসের বাড়ি শিবমন্দিরে, তিনি অটো চালিয়েও লেখালেখি করেন। তার মোবাইল নম্বর ৯১৪৪৫৫৩০৫০)

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

সকলকে শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা--

← সবাই মুখে মাস্ক বেঁধে রাখুন।

← করোনার টিকা গ্রহন করুন।

← আর শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন।

আমাদের সকলকে করোনা বিধি মেনে লড়তে হবে এক সঙ্গে।
সকলের সুস্থতা কামনা করি।

পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা

শিলিগুড়ি।

ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল মডেল স্কুল তৈরি করবো

সামসুল আলম
(প্রধান শিক্ষক, মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল, বিধাননগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে নমস্কার। ১৫ই আগস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবস। আর ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। এই দুই বিশেষ দিবসকে স্মরন করে সকলের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষকরাও দিকে দিকে বিরাট ভূমিকা পালন করছেন। শিক্ষকরা কেউ বসে নেই। এই অবসরে কয়েকটি বক্তব্য মেলে ধরছি।

আমার জন্মস্থান হলো উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাউতরা গ্রামে। আমার বাবার নাম খাদেম রসুল, তিনিও ছিলেন স্কুল শিক্ষক। সেই অর্থে আমাদের পরিবারের কেউ শিক্ষকতা , কেউ অধ্যাপনায় যুক্ত। ছেলেবেলা গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা। তখন সেখানে জুনিয়র স্কুল ছিল। ফলে অন্য স্কুলের মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে অশোক নগর বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুলে পড়াশোনা এবং পরীক্ষা দেওয়া। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন। পরে কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এড পাশ। একদিনও বেকার ছিলাম না। এডাল্ট এডুকেশনে

স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা সকলকে
সকলে করোনা বিধি মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন
সুদীপ্ত কুমার জানা

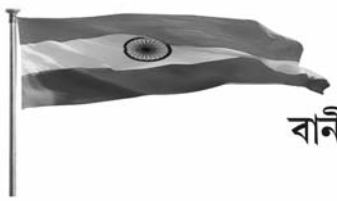
শিক্ষক
বানীমন্দির রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল,
শিলিগুড়ি।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়তে পড়তেই ১৯৯৭ সালে শিলিগুড়িতে জগদীশ চন্দ্র বিদ্যাপীঠে সহ শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদান। সেখানে ছয় বছর শিক্ষকতার পর বিধাননগর মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগদান। সেই স্কুলে তখন ঘরবাড়ি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। তখন সেটা জুনিয়র স্কুল ছিল। ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে আমার কাজ শুরু সেখানে। আজ সেই স্কুল রাজ্যের একটি মডেল স্কুল।

ছোটবেলার কিছু কথা না বলে পারছি না। বাবা শিক্ষকতা করতেন। সেই সুবাদে ছোট থেকে সময় পেলেই হেড মাস্টার্স ম্যানুয়াল পড়তাম। দ্বাদশ শ্রেণীর সময় থেকেই একটা স্বপ্ন মনে কাজ করতো। তা হলো, এমন স্কুলে শিক্ষকতা করবো যেটা একটা মডেল স্কুল হবে। আজ পঞ্চাশ বছরে সেই স্বপ্ন অনেকটা পূরন হয়েছে। রাজ্য সরকার আমাকে স্বীকৃতি হিসাবে শিক্ষা রত্ন দেবে, আমার নাম জাতীয় পুরস্কার হিসাবে ঘোষনা করার জন্য দিল্লির কাছে প্রস্তাব পাঠাবে এসব আমার স্বপ্নে ছিল না। স্বপ্নে ছিলো, এমন একটা স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কাজ করবো যেটা কিনা একটা মডেল স্কুল হবে। আজ বিধাননগরের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে গিয়ে অনেকে একটা জিনিস ভুল করেন , তা হলো, ভাবেন এটা বোধহয় কোনও প্রাইভেট স্কুল। স্কুলের পরিবেশ একেবারে ঝা চকচকে। চারদিকে ফুলের বাগান। সর্বত্র পরিবেশ অন্যরকম। যেসব দেখে অনেকে প্রাইভেট স্কুল ভেবে ভুল করেন। পৃথিবীর মোট ১৩টি দেশের প্রতিনিধিরা আমাদের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুল এ পর্যন্ত পরিদর্শন করেছেন। তারা সকলেই স্কুলের শিক্ষন পদ্ধতি থেকে শুরু করে পরিবেশ সহ অন্যান্য সমগ্র বিষয় দেখে তার তারিফ

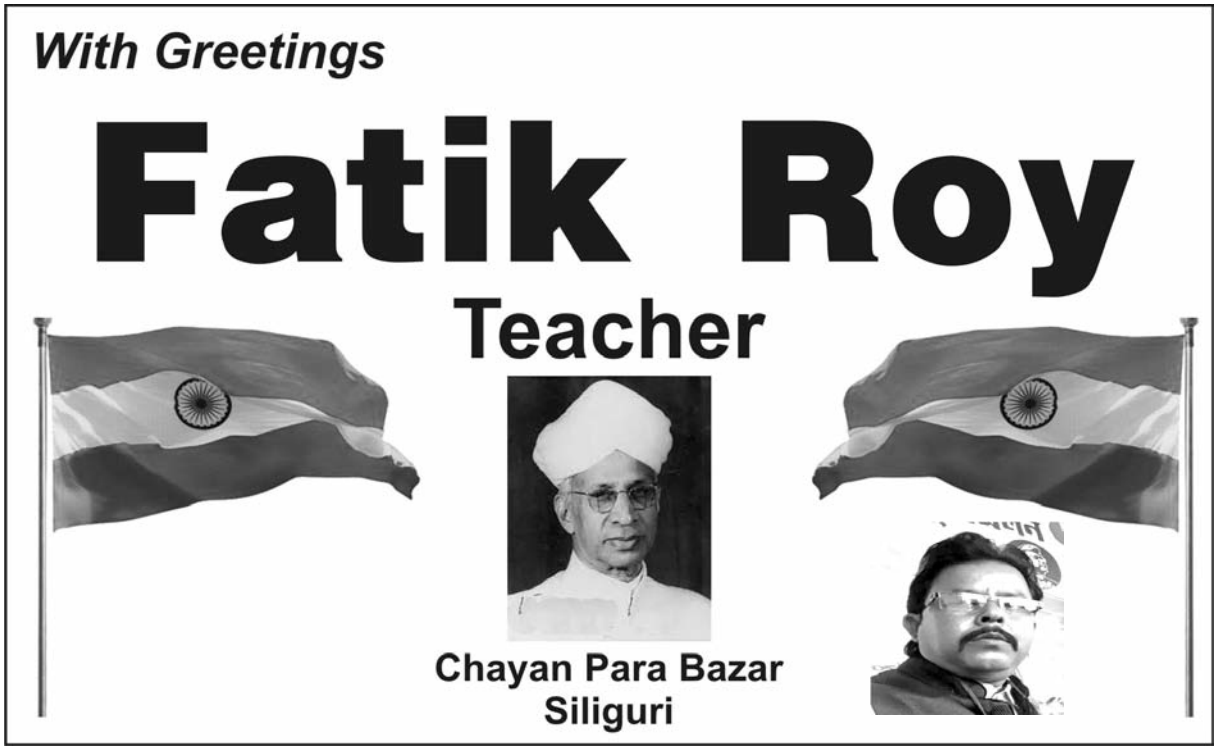

করেছেন। কিছুদিন আগে এই সরকারি স্কুলে প্রাইভেট স্কুলের মতো বাসও চালু হয়েছে। বহু দূরদূরান্তের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন। তাদের স্কুলে আসতে মাসে আড়াই তিন হাজার টাকা খরচ করতে হতো। তবুও অনেকে ঠিকভাবে যানবাহনের অভাবে স্কুলে যাতায়াত করতে পারতো না। এখন বাস চলে আসাতে তারা দুশ্চিন্তামুক্ত। তাদের খরচও অনেক কমেছে। পিছিয়ে পড়া চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় এই স্কুলের অবস্থান। সেই এলাকার ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে এসে এখন তাদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। অনেকে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হিসাবেও কাজ করছেন এই স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা অতীতে কেউ ভাবতেও পারতো না।

এই করোনার মধ্যেও আমাদের স্কুলে নিয়ম করে অনলাইনে সব ক্লাস হচ্ছে। বড় ক্লাসের ছাত্ররা গুগুল মিটেও ক্লাস করছে। আমার প্রশ্ন হলো, আমরা অনেক অনেক টাকা বেতন নিচ্ছি সরকারের থেকে। কাজেই আমাদের অবশ্যই চিন্তাভাবনা করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের কথা। আজ যদি আমরা মনপ্রান দিয়ে স্কুলের জন্য কাজ না করি, তবে

ছাত্রছাত্রীরা মডেল হিসাবে কাকে দেখবে?

শিক্ষকতার পাশাপাশি আমাদের ভাবতে হবে সমাজের কথাও। কেননা আমরা সামাজিক জীব। সমাজের প্রতি শিক্ষকদেরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। গত বছর নভেম্বর মাসে আমি করোনাতে আক্রান্ত হই। ৫২ দিন আমি আই সি সি ইউতে ছিলাম। অবস্থার অবনতি হয়েছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষের প্রার্থনা এবং শুভেচ্ছা সর্বোপরি চিকিৎসক , নার্সদের প্রচেষ্টায় আমি আবার সুস্থ হয়ে

আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হওয়ার প্রথম দিকে আমি কিন্তু হাসপাতালের বেডে শুয়েও স্কুলের কথা ভেবেছি। হাসপাতালের বেড থেকে শুয়েও স্কুলের ফুলের টবগুলোতে ঠিকঠাক জল দেওয়া হচ্ছে কিনা, স্কুলের পরিবেশ ঠিক আছে কিনা খবর নিয়েছি। অন্যদিকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাওয়ার পর অর্থমূল্য দিয়ে কিন্তু ভীমভার দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় এবং চা বাগানের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থেকেছি। করোনার এই দুর্যোগে তাদের পাশে থেকে মনোবল বৃদ্ধি করেছি।

রাজ্যে স্টেট রিসোর্স পার্সন হিসাবে আমি কাজ করছি। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে অনলাইনে ক্লাস করছি। আমি মনে করি, মুরলীগঞ্জের মতো অন্য স্কুলগুলোরও উন্নতি হোক। বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানি সামজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষার উন্নয়নে অনেক অর্থ খরচ করে। সেইসব স্পনসরশিপ মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে নিয়ে আসার জন্য আমাকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এভাবে অন্য স্কুলগুলোও কিভাবে স্পনসরশিপ নিয়ে আসতে পারে তা জানা প্রয়োজন। সব স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে গেলে আমাদের সকলেরই মঙ্গল।

আজ আমরা মাস্ক নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু ২০১৩ সালে বিধাননগরের মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে মিড ডে মিল রান্নার সময় আমরা মাস্কের ব্যবহার, ক্যাপ পড়ে থাকার বিষয় চালু করি। সরকারি স্কুলে বহু তল তৈরি হলে, তাতে যাতে লিফট সুবিধা থাকে তার উদ্যোগও আমরা গ্রহন করছি। কেননা, লিফট না থাকলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের তিনতলায় গিয়ে ক্লাস করতে অসুবিধা হয়। বা অন্যদের ওপরে উঠে ক্লাস করাতে সমস্যা হয়। এখন অনলাইন শিক্ষা শুরু হওয়ায় আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবিদার শিক্ষিকাদের আবেদন করতে পারবো, আপনারা মাতৃত্বকালীন ছুটি নিলেও বাড়িতে বসে কিছু কিছু ক্লাস নিতে পারেন অনলাইনে। কেননা, মনে করুন কোনও স্কুলে ভুগোলের একজন শিক্ষিকা। এবার সেই শিক্ষিকা মাতৃত্বকালীন ছুটি নিলে চট করে সেই বিষয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা পাওয়া যায় না। তখন স্কুলের অসুবিধা হয়।

অনেক ক্লাস অচল হয়ে যায়। এখন যদি অনলাইনে সেই সব শিক্ষিকারা প্রয়োজনীয় ক্লাস নেন তবে অনেক উপকার পাবে স্কুলগুলো। সবাই ভালো থাকুন। সবশেষে বলবো, এই করোনার সময় ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। সবাই করোনা বিধি মেনেই শিক্ষা বিস্তারে নিজের সাধ্য অনুযায়ী কাজ করুন এই থাকলো আমার আবেদন।

(লেখক মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট অবদানের জন্য তাঁকে নিয়ে দাদাগিরিতেও অনুষ্ঠান করেছেন বিশিষ্ট ক্রিকেট নক্ষত্র সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়)

With Best Compliments From

PRAYAS FOUNDATION

FANSIDEWA MORE,SILIGURI

Happy Independence Day to All

Biswajit Bhattacharjee

Founder & President
SAI KRIPA ,Amar Pally
St. Joseph School Road
Behind KRISHNA KUNJ
Phansidewa More, Siliguri
West Bengal---734013
Contact : 91-8585926421

With Best Compliments From :-

CELL : 9800036277

Dr. B. K. Mondal

General Ayurvedic Physician &
Asst. School Teacher of Bahin F.P.S. U/D.

- Founder RACE & HIS, U/D.
- Achiever India Book of Record 2022

Karnajora Kalibari (Baroganda)
Raiganj, Uttar Dinajpur

স্বাধীনতা

অর্পিতা দে সরকার
(বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

লাখো লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে এসেছো
তুমি স্বাধীনতা ---
কত প্রিয়জন তাদের প্রিয়জনদের হারানো
বেদনায় অশ্রু স্নাত হয়ে তোমায় বরন করেছিল---
লক্ষ লক্ষ মায়ের ভালবাসা,
তুমি স্বাধীনতা---
তুমি আমাদের মা বাবা ভাই বোনের অহঙ্কার
স্বাধীনতা তুমি এসেছো বলেইতো আজ ভোরের
আকাশে রঙিন রবির কিরন--
তোমার আগমনে ক্লান্ত পথিক বিশ্রামের স্বাদ
পায়---
তোমার আগমনের বার্তা বাহক আজ শূন্যে
স্বাধীন ডানা মেলে ধরা পাখিরা--
স্বাধীনতা ----তোমাকে পেয়েছি আমরা লক্ষ
লক্ষ ক্ষয়ে যাওয়া রক্তে--

তুমি এসে প্রান ভরিয়ে দিয়েছো প্রত্যেকটি দেশবাসীর প্রানে---

সবইতো ঠিক ছিল ভালো মন্দ মিশিয়ে স্বাধীন ভারত বেশ এগিয়ে চলছিলো। হঠাৎ আবার এক থাবা মারন রোগের, করোনা--। বিদেশ থেকে আগত এই রোগ কত অসহায় প্রান কেড়ে নিলো। এই মারন রোগের জেরে হাসি আনন্দ ভুলে মানুষ আজ এক অসহায় অবস্থায় । আবারও একবার আমরা পরাধীন হয়ে গেলাম। আবার সময় এসেছে আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার। সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে সমস্ত নিয়মাবলী মেনে চলে করোনাকে হারাবো। সকলের মিলিত প্রচেষ্টাই এটা একমাত্র পারে। আজ ২০২১ এ দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের সবচেয়ে বড় দেশীয় সমস্যা করোনা-- মিলিতভাবে চেষ্টার দ্বারা এই দেশীয় সমস্যাকে আমরা দূর করবোই। স্বাধীন ভারতে জাতীয় পতাকার মান আমরা রাখবোই। এই অসহায় অবস্থার পরাধীনতা আমরা আরও একবার জয় করবোই।

‘ আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়, নিশ্চয়ই’। আসুন সবাই মিলে শপথ নিই দেশকে আবার স্বাধীন করি করোনার হাত থেকে। এটাই হোক আমাদের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার।

(লেখিকা শিলিগুড়ি বাবু পাড়ার বাসিন্দা)

অনগ্রসর মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় আনতেই স্কুল শিক্ষিকা

দুর্বা ব্রহ্ম

সকলকে ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস এবং ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টা স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে যে পত্রিকা প্রকাশের কাজে নেমেছে তাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। এবারে আমার কিছু বক্তব্য মেলে ধরছি।

প্রথমেই বলে রাখি, ছোট থেকে আমার ইচ্ছা ছিলো শিক্ষিকা হবো। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সুনীতি একাডেমি থেকে সব বিষয়ে লেটার নিয়ে পাশ করি। তখনই স্থির করি, কলা বিভাগ নিয়ে পড়বো। কারণ, ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে ১৯৮৪ সালে দার্জিলিং জেলায় কলা বিভাগে প্রথম স্থান দখল করি। মাধ্যমিকে ভালো

With Best Compliments From :

CELL : 8250954186
9434467646

STUDIO BARNALI

A HOUSE OF COMPLETE DIGITAL PHOTOGRAPHY

PLEASE CONTACT :

Pranesh Basak

RABINDRA NAGAR MAIN ROAD, SILIGURI-06

SPECIALISE

RESTORATION OF OLD PHOTOS | URGENT DIGITAL PHOTO WITHIN 5 MINUTES

রেজাল্ট করার জন্য ১৯৮২ সালে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। উচ্চ মাধ্যমিকের পর ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিলিগুড়ি কলেজে ভর্তি হই, অনার্স ইংরেজিতে। কলেজ থেকে পাশ করে এম এতেও সেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সেসময় রাজ্যপালের কাছ থেকে মেডেলও পেয়েছিলাম। এম এ পাশ করার পর কলেজে অধ্যাপনা বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার ভাবনায় আরও উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু শুরুতেই বলেছি, আমার ইচ্ছা ছিলো স্কুলে শিক্ষকতা করার। কারণ আমার ছোট থেকে ইচ্ছা ছিলো অনগ্রসর মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসা। তাদের মধ্যে তৃণমূল স্তর থেকে শিক্ষার বিস্তার করা।

মানব সম্পদ বিকাশের অন্যতম বড় হাতিয়ারই হলো শিক্ষা। মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা বা মানুষের মধ্যেকার অর্ন্তনিহিত শক্তির যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারে শিক্ষাই। সেই ভাবনা নিয়ে শিলিগুড়ি জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে ১৯৯৩ সালে সহ শিক্ষিকা হিসাবে কাজে যোগদান। সেখানে দশ বছর কাজ করার পর ২০০৪

সালে শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে কাজ শুরু। এখানে কাজে যোগ দিয়ে দেখলাম, প্রায় সব ছাত্রীই অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া। এখানে যারা পড়তে আসে তাদের অভিভাবকরা প্রায় প্রত্যেকেই আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এবং শিক্ষার দিক থেকেও পিছিয়ে পড়া। এইসব মেয়েদের অনেকের বাড়িতে অর্থনৈতিক কারনে

কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিলো। কিন্তু আমি ভাবতে থাকি, এই মেয়েরা যদি শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে, যদি তাদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায় তবে তা আমাদের দেশ ও সমাজের জন্য সুখকর হবে না। তাই প্রথমে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য নানারকম প্রয়াস নিতে থাকি। তাদেরকে বোঝাতে থাকি, শিক্ষার কি গুরুত্ব। এমনকি সেইসব অভিভাবককেও বোঝাতে থাকি, মেয়েদের কেন বেশি করে শিক্ষা প্রয়োজন। এখন অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়া সরকারেরও অনেক প্রকল্প এসেছে। কন্যাশ্রী, রুপশ্রী, শিক্ষাশ্রী সহ আরও অনেক প্রকল্প। ২০১৬ সালে দেশের রাষ্ট্রপ্রতি ডঃ প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জাতীয় পুরস্কার গ্রহন করেছিলাম দিল্লিতে গিয়ে। সেটা আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরনীয় ঘটনা। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহনের সময় তিনি আমায় সকলের সামনে কনগ্রাচুলেশনস বলেছিলেন। সেটা কখনই ভুলবো না।

এই করোনার সময় ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী যেমন প্রথম সারির

যোদ্ধা , তাদেরকে যেমন কুর্নিশ জানাতে হয় তেমনই শিক্ষকদের অবদানও কিন্তু কখনই ভোলার নয়। শিক্ষক না থাকলে ডাক্তার, নার্স কোনওকিছুই তৈরি হবে না। করোনার এই সময় আমাদের স্কুলে কিন্তু অনলাইন ক্লাস চলছে। অনেক অভিভাবকের হাতে দিনের বেলায় মোবাইল থাকে না। তারা মোবাইল নিয়ে কাজে চলে যান। ফলে

With Best Compliments From :

CELL : 7908298434

CHITTARANJAN SARKAR

(HEAD TEACHER)

FORMER ASST. TEACHER
KENDRIYA VIDYALAYA
BAGDOGRA & SUKNA (CBSE BOARD)

Add : Madhya Chayan Para (Ghogomali)
Ward No. 37 (SMC), SILIGURI
Ph. : 9832435998 / 9647550200

দিনের বেলা অনেক ছাত্রী অনলাইনে মোবাইলের সাহায্যে ক্লাস করতে পারে না। অভিভাবকরা সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরলে মেয়েদের হাতে মোবাইল আসে। আমরাও অধৈয্য না হয়ে রাতেই অনলাইনে মোবাইলে ক্লাস করাই অনেক ছাত্রীকে। করোনা, লকডাউন হওয়াতে ছাত্রীরা স্কুলে আসে না। স্কুল বন্ধ। কিন্তু ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঠিক হচ্ছে। ছাত্রীরা যাতে মনের দিক থেকে ভেঙে না পড়ে সেজন্য তাদের সবসময় আমরা উৎসাহিত করছি। ছাত্রীদের আমরা বলছি, কেউ ভেঙে পড়বে না। মনের জোর না থাকলে কোনও লড়াই করা যাবে না। ছাত্রীদের অনেকে বাড়িতে বসে পড়ার ফাঁকে নাচ, গানের ভিডিও করছে। সেই সব ভিডিও আমরা স্কুলের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করতে বলছি। তাদের সেই সব সৃজনমূলক কাজকে আমরা তারিফ করছি।

অনেক ছাত্রী মিড ডে মিল নিতে আসছে। সেই সময় তারা এক্টিভিটি টাস্কের খাতা দেখিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক কারনে অনেক ছাত্রী ঠিকমতো স্কুলে কোনো কোনো সময় ফি দিতে পারছি না। তাদেরকে আমরা ভেঙে না পড়তে বলছি। অনেক ছাত্রী বা তাদের অভিভাবক এই দুর্যোগে অর্থনৈতিক কারনে বিপাকে পড়লে তাদের পাশে আমরা থাকছি স্কুলের সব শিক্ষিকা এবং কর্মী মিলে। অনেকের পাশে আমরা থেকেছি এই দুর্যোগে। যদিও সেসব প্রচারের আলোয় আমরা আনতে চাইনি। আমরা চাই না সেসব সহযোগিতার কথা প্রচার হোক। এ প্রসঙ্গে বলবো, এই করোনার সময় যে যত দানই দিন না কেন, সবচেয়ে বড় দান কিন্তু শিক্ষাই।

শিক্ষার মতো বড় দান আর হয় না। আমাদের কাছে স্কুলটাই সামাজিক সেবার একটি আদর্শস্থান। স্কুলের মাধ্যমেই আমরা সামাজিক কাজ করছি। আমি বিশ্বাস করি, যে কোনই অন্ধকারই হোক না, অন্ধকার বেশিদিন স্থায়ী হয় না। অন্ধকার একদিন নিশ্চয়ই কেটে যাবে। অন্ধকারের পরই আলো আসে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। করোনা সতর্কতা সকলে মেনে চলুন।

(লেখিকা শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা)

স্বাধীনতা একটি প্রক্রিয়া

কবিতা বনিক

স্বাধীনতার অর্থ করলে দাঁড়ায় স্ব-অধীনতা। অর্থাৎ নিজেই নিজের অধীনে থাকা। নিজের শিক্ষা ও সামর্থ অনুযায়ী জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা, শিক্ষা অর্জনের স্বাধীনতা, ভাষা স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ্যনীয় এটাই যে এই সব স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে যে কোনওভাবেই যেন অন্যদের যন্ত্রণা বা কষ্টের উৎপত্তির কারণ না হয়। কিছু ত্যাগ স্বীকার বা শাসনের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতাকে উপভোগ করা যায় ভালোভাবে। ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ইন্দ্রিয় দমন। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা। চোখের কাজ দেখা। অনেক ভালো কিছু বা কারো বাড়বাড়ন্ত দেখে রাগ, হিংসে,লোভ জন্মে। কান শোনে। ভালো কথা, উপদেশমূলক কথা শোনার চেয়ে কুকথা শুনতে, নিন্দা মন্দ শুনতে আগ্রহী বেশি হয়। নাক গন্ধ পায়। সুগন্ধে মন আনন্দিত হয়। সুগন্ধিত খাবারের গন্ধে মন চঞ্চল হয়, লোভ হয়। ত্বক স্পর্শ অনুভব করে। অনেক স্পর্শানুভূতি মানুষকে খুব নিচে নামিয়ে দেয়। এই সব কারণেই ইন্দ্রিয়কে দমন করতে শেখা সকলেরই কর্তব্য।

ইন্দ্রিয়গুলিকে একটা সীমার মধ্যে রাখা উচিত। হত দরিদ্র থেকে উচ্চতম শ্রেণীর লোক সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন জিহ্বার স্বাধীনতায় লাগাম না ধরলে পুলিশ ফোর্সের মত ওষুধ দিয়েই শাসন করতে হয়। আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন,' যারা অন্যকে স্বাধীনতা দেয় না তারা নিজেরাই স্বাধীনতার যোগ্য নয়।

আমাদের দেশে পর পর ভিনদেশীদের আক্রমনে লুটতরাজ আর জোর যার মুলুক তার যুগের অবসান ঘটল ইংরেজদের জঘন্য অত্যাচার ও শোষনের রাজত্ব শেষ হওয়ার সাথে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। আমরা পেলাম নিজের দেশকে নিজের মতো করে। স্বাধীনতা অর্জন করতে যে রক্তক্ষয় করতে হয়েছিল ওই সব বীর শহিদদের, আজও আমরা তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আজও রক্তক্ষয় হয়েই চলেছে কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা নত করার মতো নয়। দুঃখ কষ্ট প্রকাশ করি তারপর আর মনে থাকে না। স্বাধীনতাকে ক্ষুদ্র অর্থে ভেবে প্রয়োগ করাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে। ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে অনেক বড় অর্থে ভাবতে হবে। তবেই স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার হবে।

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়াতে, তিনি একজন গৃহবধূ)

ফুসফুস ভালো রাখতে নতুন কিছু আসন

সুদীপ্ত কুমার জানা

সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা। এই বিশেষ সময়গুলোর চিন্তা থেকে খবরের ঘন্টা যে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে তাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই।

আমি শিলিগুড়ি বানীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলে শারীরশিক্ষার শিক্ষক। স্কুলে আমি বাংলার ক্লাসও নিই। তবে খেলাধূলার প্রসারেই বেশি মগ্ন থাকি। জন্ম আমার ১৯৭০ সালে। জন্ম হুগলি জেলার কোন্নগরে। বাবা প্রয়াত সুবল চন্দ্র জানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন।মা পঞ্চবালা জানা। আমরা পাঁচ ভাই, দুই বোন। আমিই ছোট। শৈশবে আমার পড়াশোনা নবগ্রাম বিদ্যাপীঠে। তার আগে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা অরবিন্দ বিদ্যাপীঠে। কলেজও ওই এলাকাতেই। নবগ্রাম হিরালাল পাল কলেজে। বি কম পাশ করে এম কমে ভর্তি হতে হতেই চলে যাওয়া বি পি ই ডিতে। অর্থাৎ ব্যাচেলর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন। সেখানে একবছর পড়ার পর দুবছর আরও পড়াশোনা, ফিজিক্যাল এডুকেশনের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। তার সঙ্গেই গবেষনার কাজ, ভারসাম্যমূলক ব্যায়ামে শ্রবনেন্দ্রিয়র ভূমিকা। গবেষণার কাজ করতে করতেই ঝাড়গ্রাম মহাবিদ্যালয়ে অ্যাডহক ভিত্তিতে কাজে যোগ দেওয়া। তারপর সেখান থেকে পাশকুড়া বনমালা কালজে অধ্যাপনা, সেখানে আট মাস অধ্যাপনার কাজ করে লামডিং রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শারীর শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেওয়া। সেখান থেকে ২০০৬ সালে বদলি হয়ে আসা শিলিগুড়ি বানীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলে।

ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিলো বড় খেলোয়াড় হবো। একবার

জিমন্যাস্টিকস খেলতে গিয়ে চোট পাই। স্কুলের নির্দেশে বি এড করতে গিয়ে ক্রীড়া বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করি। ক্রীড়া বিজ্ঞান আমাকে বেশ আকর্ষন করে। আমার ক্রীড়া জীবন বলা যায় যোগাসন দিয়ে শুরু। বেশ কয়েকবার রাজ্য চাম্পিয়ন হয়েছি যোগাসনে। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছি একবার, দুবার রানার্স আপ। জিমন্যাস্টিকসে জাতীয় পর্যায়ে ছবার খেলেছি। এরোবিক জিমন্যাস্টিকসে স্বর্নপদক লাভ করেছি দুটি, ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে খেলাধূলা শেখাতে গিয়ে কোন ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে কোন খেলায় প্রতিভা রয়েছে তা নজরে রাখি। আমাদের বানীমন্দির স্কুলে আমরা আটটি ইভেন্টের ওপর মূলত জোর দিই। সেই আটটি বিষয় হলো, যোগাসন, ফুটবল, এথলেটিকস, খোখো, কবাডি, ভলিবল, ব্যায়াম এবং দাবা। ক্যারামও রয়েছে। ফুটবলে আমাদের বানীমন্দির স্কুল জাতীয় পর্যায়ে সারা ভারত রেলওয়ে স্কুল ফুটবলে চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রাজ্য উর্জা কাপে কলকাতাতে আমরা মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছি। জাতীয় স্তরের সুব্রত কাপে আমাদের স্কুলের ছেলেরা চারবার প্রতিনিধিত্ব করেছে। তারমধ্যে একবার গ্রুপ রানার্স হয়েছে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে আমাদের স্কুলের রাহুল বসুমাতা আমাদের দেশের হয়ে স্যুইজারল্যান্ডে জাতীয় গোথিয়াকাপে অংশ নিয়েছে। ও স্টপারে

খেলতো। ২০১৬ সালে ও ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বও পালন করেছে তা আমাদের স্কুলের পক্ষে গর্বেরই বিষয়। ২০১৮ সালে আমাদের স্কুলেরই ফারমান আনসারি অনুর্ধ্ব ১৪ ফুটবলে অংশ নিয়েছে জিনসেন কাপে, সেটা চিনে হয়েছিল। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে ফারমান। তাছাড়া ২০১৯ সালে ও অনুর্ধ্ব ১৫ ফুটবলে ইতালিতে খেলতে যায়। ইতালিতে সেই খেলায় ছটি দেশ প্রতিনিধিত্ব করেছিল। আবার ফুটবলেই উর্জা কাপে বাংলা দলে আমাদের স্কুলের সাতজন অংশ নিয়েছে, আমি সেই সময় টিমের ম্যানেজার ছিলাম। এথলেটিকসে আমাদের স্কুলের ইউসুফ খানসামা , রিঙ্কু বর্মন, নূর আলম , প্রসেনজিৎ সর্দার, সুশীল ভাঙ্গি জাতীয় পর্যায়ে খেলেছে বাংলার হয়ে। ইউসুফ খানসামা, নূর আলম আনচারার রাজ্য স্তরের রেকর্ড রয়েছে লংজাম্পে। রিঙ্কু বর্মন ফোর ইনটু হান্ড্রেড মিটার রিলে রেসেতে ন্যাশনাল রেকর্ড করেছে। এছাড়া কবাডি, টেবিল টেনিসে আমাদের স্কুল থেকে জাতীয় পর্যায়ে অংশ নিয়েছে ছেলেমেয়েরা। এভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলাতেও যাতে আমাদের স্কুল বেশি বেশি করে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য সবসময় প্রয়াস চলছে। আমি চাই সব স্কুলেই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলাতে এগিয়ে যাক।

এখন করোনা চলছে। স্কুল বন্ধ। কিন্তু তারমধ্যেই আমরা বসে নেই। অনলাইনে পড়াশোনার ক্লাস যেমন চলছে তেমনই অনলাইনে যোগাসন চলছে। ছাত্রছাত্রীদের আমরা উদ্বুদ্ধ করছি যাতে তাদের মন ভেঙে না যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে বলছি সকলকে। কপালভাতি সহ অন্য আসন প্রাণায়াম চলছে। এরমধ্যে আমি

ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি ব্যায়াম বা আসন দেখিয়ে দিচ্ছি ছাত্রছাত্রীদের। কাওকে বলছি বাড়ির আশপাশে স্কিপিং করতে বা একটু আধটু সাইক্লিং করতে। ডিপ ব্রিদিং অনুশীলন করতেও বলছি। আমাদের ফুসফুসে সাতআট লক্ষ এলভিওলাই রয়েছে। তারমধ্যে কুড়ি শতাংশ সক্রিয় থাকে। বাকি আশি শতাংশ চুপসে বা নিস্ক্রিয় থাকে। ফুসফুসের ব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে সেইসব নিস্ক্রিয় এলভিওলাইগুলোকে সক্রিয় করার কথা বলছি। আবার খাবারের মধ্যে বলছি, তেল কমযুক্ত সহজপাচ্য খাবার গ্রহনের জন্য। তারসঙ্গে পর্যাপ্ত জল খেতে হবে।

করোনার এই সময় কেউ বিপদে পড়লে তাদের পাশেও থাকছি সাধ্য অনুযায়ী। ছেলের জন্মদিনে কয়েকজনের পাশে থেকেছি। স্কুলের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ম করে আমি বই উপহার দিয়ে থাকি। আর সকলকে বলছি, ইতিবাচক মনোভাব রাখার জন্য। সামনে পনের আগস্ট এবং শিক্ষক দিবস। দেশকে সকলকে ভালবাসতে হবে। আর শিক্ষক দিবস একদিন নয়, প্রতিদিন। শিক্ষক মানে যিনি স্কুলে শিক্ষা দেন, তিনিই নন। মা-ও আমাদের সকলের জীবনে প্রথম শিক্ষক। কেননা জন্মের পর আমরা প্রথম মায়ের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহন করি। মাকে ভালবাসার সঙ্গে দেশমাকেও ভালবাসতে হবে আমাদের। পড়ার পাশাপাশি আমাদের এক্সট্রাকারিকুলাম, নৈতিক শিক্ষা গ্রহনেও নজর দিতে হবে। এই করোনার সময় সবাই করোনা বিধি মেনে চলুন। সবাই ভাল থাকুন, এই থাকলো প্রার্থনা

(লেখক শিলিগুড়ি বানীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষক)

বেতনের টাকাতে সামাজিক কাজ

ফটিক রায়

নমস্কার। সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা। আমরা এক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করছি। করোনার জেরে স্কুল বন্ধ, অনলাইনে ক্লাস চলছে। আমি শিলিগুড়ি শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের সহশিক্ষক। ২০১৬ সাল থেকে সেখানে শিক্ষকতা করছি। নদীয়া জেলার রানাঘাটে জন্ম আমার। আমার বাবা প্রয়াত নিত্যানন্দ রায় এবং জামাইবাবু মহানন্দ রায় ছিলেন শিক্ষানুরাগী। বাবাকে দেখেছি সবসময় মানুষের পাশে থাকতে। বাবা খুব সামাজিক কাজ করতেন। জামাইবাবুও তাই। ছোট থেকেই আমি দিদি জামাইবাবুর কাছে মানুষ। বড়দি মায়া রায়। বাবা নদীয়ার রানাঘাটে নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাবা যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই স্কুলেই ছোটবেলায় পড়েছি। আর তখন থেকেই ইচ্ছে ছিলো, বড় হয়ে শিক্ষক হবো। কারণ শিক্ষকরা হলেন মানুষ তৈরির কারিগর। শিক্ষা না হলে কোনও সমাজসেবার কাজ পরিপূর্নভাবে করা যায় না। আমি যদি কোনও ছাত্রকে সুশিক্ষিত করে তুলতে পারি, তবে মনে করবো শিক্ষা জীবন সার্থক হয়েছে। বাবা ও জামাইবাবু স্মরনে আমরা এখন নদীয়ার রানাঘাটে নাসেরকুলি উচ্চ বিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ চালু করেছি। বিগত পাঁচ বছর ধরে বাবা ও জামাইবাবুর নামে আমরা মাধ্যমিকের সেরা তিন

জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকের সেরা তিনজনকে স্কলারশিপ দিই। স্কলারশিপের মধ্যে রয়েছে কিছু অর্থ, শংসাপত্র এবং মেডেল। এবারও দেওয়া হবে।

আমি চয়নপাড়ার কাছে বিবেকজ্যোতি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। তাছাড়া চয়নপাড়া বাজার কমিটির আমি সম্পাদক। এইসব সংস্থার মাধ্যমে সারাবছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করি। গতবছর করোনা লকডাউনের সময় টানা সতের দিন ধরে আমরা পাঁচশ জন মানুষকে ডিমভাত , কাঁঠাল চিংড়ি খাইয়েছি। কেউ কোনও সহযোগিতা চাইলে নিজের বেতনের টাকা থেকেই সব সহযোগিতা এবং সামাজিক কাজ করে থাকি।

এখন স্কুল বন্ধ। ছাত্ররা হলো আমাদের সন্তানের মতো। যতই অনলাইনে ক্লাস হোক, ছাত্রদের কাছে থেকে না দেখতে পারলে মন ভালো লাগে না। ছাত্রদের আমরা এখন প্রতিমাসে হোম টাস্ক দিই, কিন্তু তাদেরকে কাছ থেকে শিক্ষা দিতে না পারলে মন কি ভালো লাগে? এতেতো শিক্ষা ঠিক পরিপূর্নভাবে হচ্ছে না। স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন খেলাধূলা, যেমন খুশি সাজো সব বন্ধ হয়ে আছে। এখন সপ্তাহে একদিনও করোনার বিধি মেনে ক্লাস শুরু হলে মন

ভালো লাগতো।

দ্বিতীয় ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিভিন্ন স্থানে স্যানিটাইজেশন এবং টিকাকরনের ওপর জোর দিচ্ছি। আমার বাড়ির পাশেই রয়েছে চয়নপাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সেখানে অনেকে টিকাগ্রহন করতে এসেছে। শৃঙ্খলা মেনে সবাই যাতে টিকাগ্রহন করে তারজন্য আবেদন করেছি সকলের কাছে।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস করোনার আগে অন্যভাবে উদযাপিত হতো। এবারে কিভাবে হবে তা বলা যাচ্ছে না। কেননা, করোনার পর্ব এখনও চলছে। তবে এবারে অভিভাবকরা এলে তাদের মাধ্যমে ছাত্রদের কাছে দেশের বার্তা আরও ভালো করে পৌঁছে দেওয়া হবে। দেশের জন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কিভাবে লড়াই করেছেন সেকথা ছাত্রদের কাছে গুরুত্ব দিয়ে আমরা পৌঁছে দেবো। এবারেও শিক্ষক দিবস পালিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে তার মাহাত্ম্যও আমরা ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেবো। আর সকল ছাত্রকে বলবো, কেউ যেন ভেঙে না পড়ে। ধৈর্য্য ধরে আমাদের এই করোনাকে বিদায় জানাতে হবে। করোনা বিদায় নিলে আবার আমরা সকলে মিলে উৎসবে সামিল হবো।

এখন বাড়িতে বসেই অনলাইনে স্কুলের ক্লাস এবং অন্য পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এই সময়টাকে আমাদের ভালো ভাবে কাজে লাগাতে হবে। পড়াশোনার সঙ্গে সৃজনমূলক কাজ যেমন লেখালেখি, নৃত্য, সঙ্গীত, ছবি আঁকার মতো সুন্দর কাজে ছাত্ররা অনুশীলনে মেতে থাকলে মন ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকুক, এই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি চয়নপাড়াতে, তিনি শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের সহশিক্ষক)

চলরে তোরা চল

অদিতি পি চক্রবর্তী

(সর্বপল্লী,ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি)

ওরে চলরে তোরা চল
মায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে
চলরে তোলা চল,
কতনা গর্ব মোদের
জন্মেছি এই দেশেতে,
স্নেহময়ীর পরশ মাখা
এদেশের এই মাটিতে ,
ওরে চলরে তোরা চল
চেয়ে দ্যাখ সুনীল আকাশে
স্বাধীনতার সূর্য্য জাগে,
পাখি গায় কুসুম হাসে
প্রকৃতির মধুর বাগে,
ওরে চলরে তোরা চল
আঁধারের নাই কোনো ভয়
জানি পথ ভরবে আলোয়,
বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
আমরা যাবো যে এগিয়ে ,
ওরে চলরে তোরা চল
দুঃখ ব্যথার ধার ধারি না
মান অভিমান মনে রাখি না,
সবাই আমরা সবার তরে
মিলন বাঁশি বাজে সুরে,
ওরে চলরে তোরা চল।।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত

Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার

সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।

Donation is Exempted U/S 80G

Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010

approved from 07--12-2009

visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)

'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

ঘরে ঘরে চর্চা হোক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে

সজল কুমার গুহ

শুরুতেই শতকোটি প্রণাম জানাই ভারতমাতার চরনে বিশেষ করে আগামী ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে । প্রণাম জানাই সেইসব বীর শহিদ তথা ভারত মায়ের কৃতি সন্তানদের যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা লড়াই বীরত্বের ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের মহান দেশ ভারত স্বাধীন হয়েছে ৭৪ বছর আগে। অদম্য সাহস নিষ্ঠা আনুগত্য অধ্যবসায় ইত্যাদির দ্বারা অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করছে দিনের পর দিন, কতই না কষ্ট সহেছে ভারত মাতাকে শৃঙ্খলামুক্ত করতে আমাদের সেইসব পূর্ববর্তীরা আর তাদের অনুপ্রেরনা জুগিয়েছে অনেক কবি সাহিত্যিক লেখক বিশিষ্টজনেরা তাদের সৃষ্ট কবিতা গান কথা ইত্যাদিতে।

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের একটি বাণী মনে পড়ে যাচ্ছে, 'পূর্বতনে মানে না যারা, জানিস নিছক ম্লেচ্ছ তারা'। তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তীকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব। দুভার্গ্য আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তা ভুলে যাই বিশেষ করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা সংশ্লিষ্ট মানুষদের। এতো মহা অন্যায়, এতো অকৃতজ্ঞতা আর অকৃতজ্ঞতা মহাপাপ। এ পাপ আমরা করে চলছি জেনে শুনে, এই প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হয় না সেই অর্থে স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস। কখনো ভুল তথ্যাদি দেওয়া হয়।

১৫ই আগস্ট নিছকই একটা দিন নয়, এরসঙ্গে জড়িয়ে আছে জানা অজানা নানা তথ্য যা আজও সেইভাবে এই প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে না সঠিকভাবে বলা যায় ইচ্ছাকৃতভাবেই। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর স্বপ্ন অখন্ড স্বাধীন ভারত যদি বাস্তবায়িত হোত তাহলে আজ ভারতকে এতো দুর্ভোগ পোয়াতে হোত না। অখন্ড স্বাধীন ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বীর সুভাষ চন্দ্র চেয়েছিলেন স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে চলবে দশ বছরের একনায়কতন্ত্র ও আরও কিছু কিছু শর্ত। কবির সুরেই বলি, ' হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা'।

বীর সুভাষের কোনো স্বপ্নই পূরন হয়নি কূট ইংরেজ তথা কতিপয় ক্ষমতালোভী, হিংসুটে , স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য। মহান এই দেশ ভক্তকে সরিয়েই দিল কিছু জানোয়ার। এমনি অনেক শহিদ আজ বিস্মৃতির অন্তরালে, এ প্রজন্ম আজ খুঁজে বেড়ায় দিশা সঠিক পথে এগিয়ে যাবার কিন্তু কে দেবে দিশা? প্রকৃত নেতা কে? সত্যিকারের মানুষ কোথায়? ফল চরম দুর্ভোগ হতাশা, হচ্ছে হিংসা প্রতিহিংসার চাষ। অনেকেই ভাবি আমাদের দেশ যেন এমনি ছিল যা আজ দেখছি, তাই শুধু চাই আর চাই এটা ওটা সেটা, দাবি জানাই অধিকারের, নিজের সুখ সুবিধা সবকিছু, অথচ দেওয়ার বেলা কিছু নাই এই দেশের জন্য, যে দেশের জল হাওয়া বাতাস প্রকৃতি পরিবেশে আমি বড় হয়েছি।

আগস্ট মাস এলে পড়ে আমাদের অনেকের মধ্যে সাময়িক দেশাত্মবোধ জাগে, গানে কথায় কবিতায় আনন্দে মাতি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলে, নেতা মন্ত্রীদের ভালো ভালো কথা শুনি, কিন্তু তারপর সব হাওয়া শুরু হয় মারামারি হানাহানি হিংসা বিদ্বেষ।

কজন বলতে পারে একনাগাড়ে বীর শহিদ তথা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে বলিদান দেওয়া মহান বিপ্লবীদের নাম তাদের পরিচয় ও কর্ম? দোষতো শুধু আমাদের নয়, বড়দোষে দোষী তারা যারা ছলে বলে কৌশলে জানতে দিতে চায় না ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাসকে, জানতে দিতে চায় না বাংলা তথা বাঙালির চরম অবদানকে, তার জন্য আমরা বাঙালিরাও বহুলাংশে দায়ী।

প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম বসু, মাস্টারদা, বিনয়বাদলদীনেশ, সুখদেব রাজগুরু , ভগৎ সিং, চন্দ্র শেখর আজাদ, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রতিলতা ওয়াদ্দেদার , কনকলতা, অশ্বিনী কুমার দত্ত, এ কে ফজলুল হক ও আরও কতশত মহান শহিদ রয়েছেন যাদের নাম নিই না সেই অর্থে। তেমনি গানে কথায় কবিতা বানী ছন্দ সৃষ্টি করে তথা নিজ হাতে কাজ করে পরাধীন ভারতের নিপীড়িত দরিদ্র অশিক্ষিত ভারতীয়দের জন্য কাজ করে গেছেন। তাদের সৃষ্টি ও কাজে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন অনেকে।

ভারতীয়তাবোধ জাগিয়ে ভারত মাতাকে শৃঙ্খলা মুক্ত করতে অত্যাচারী ইংরেজদের হাত থেকে। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামীজি, ভগিনী নিবেদিতা, ঋষি অরবিন্দ, চারন কবি মুকুন্দ দাস, সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎ চন্দ্র এরকম আরো কতশত নাম যাদের ত্যাগ তিতিক্ষায় ৭৪ বছর আগে আমাদের স্বাধীনতা তাদের প্রতি প্রত্যেকের চরনে কোটি কোটি প্রণাম।

স্বাধীনতা মানে সুর এর অধীন করা নিজেকে, সমস্ত রকম বৃত্তি প্রবৃত্তির মানে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহ, মাৎসরয্য এর নিয়ন্ত্রনে

আনা, তবেই না সত্যিকারের স্বাধীনতা।

পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রতি প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞা হোক মহান শহিদ তথা দেশবরেন্য ব্যক্তিত্বদের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া ও অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করা দেশভক্তি, সমাজের তথা দেশের জন্য কাজ করা একটু হলেও অন্তত বীর ত্যাগীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে। ঘরে ঘরে চর্চা হোক মহান শহিদ, বীর বিপ্লবী তথা মনিষীদের জীবন দর্শন নিয়ে।

স্বামিজির কথায় , মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন একটা দাগ রেখে যাই। ভারত মায়ের অনুভূতি কল্পনা করে আমার কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে শেষ করছি লেখা,' অত্যাচার অনাচারে আজ আমি ক্লান্ত/অহঙ্কার হিংসা ভ্রষ্টাচারে তোরা উচ্ছৃঙ্খল অশান্ত।/সন্তান বলে ভাবতে তোদের পাই ভীষন লজ্জা,/বীরত্যাগী সোনার সন্তানেরা নিয়েছে মৃত্যুশয্যা।

(লেখক সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা। লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে।)

আমার স্বপ্নপুরী আমার ভারতবর্ষ

রিতু সূত্রধর

সুজলা -সুফলা-শস্য -শ্যামলা পৃথিবীর পুণ্যস্থল আমার ভারতবর্ষ প্রতিটি ভারতবাসীর গর্ব। প্রতিবছর ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা দিবস পালনকরি। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি সেই সমস্ত বীর বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যারা নিজেদের প্রান বলিদান দিয়েছিল ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ মুক্ত করতে।

তবে একটা চিন্তা আমায় সর্বদা ভাবিত করে আর তা হল ইংরেজরা সত্যিই কি আমাদের পুরোপুরি পরাধীন করতে পেরেছিল? হ্যাঁ, তারা আমাদের দেশের ধনসম্পদ লুঠ করেছে, ভারতবাসীর পরিশ্রম নিয়ে লাভবান হয়েছে এবং অকৃতজ্ঞের মতো বলপূর্বক আমাদেরকেই সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তবে এছিল বাহ্যিক পরাধীনতা,তারা পারেনি ভারতাবাসীর মনোবল , আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার গায়ে শিকল পড়াতে।

স্নিগ্ধ-নির্মল-প্রানচ্ছল ভারতবর্ষ। সবাইকে একসাথে নিয়ে চলতে শেখায়।জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এক সাথে বাস করে এই ভারতবর্ষে। এই উদারতার জন্যই ব্রিটিশদের পূর্বেও বহু জাতি এই দেশে রাজত্ব করে গেছে ইতিহাস তার প্রমান।

ব্রিটিশদের শোষনের কারনে বসন্তের পত্রশূন্য বৃক্ষের মতো অবস্থা হয়েছিল ভারতবর্ষের। অভাব অনটন, দুঃখ দুর্দশা, দুর্ভিক্ষ নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ভারতবাসীকে। তবুও হার মানেনি ভারতবাসী। গোলা-বারুদ-অস্ত্রধারী ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারতের কোমল মাটিতে জন্ম নেয় নেতাজি সুভাষ, বিনয় বাদল দীনেশের মতো প্রমুখ বীর বিপ্লবী দেশপ্রেমী। যারা ইংরেজ তথা গোটা বিশ্বের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে ভারতবর্ষ স্নিগ্ধ কোমল বটে তবে দুর্বল নয়।

শত শত প্রান ও রক্তের বিনিময়ে তারা এই ভারতকে ব্রিটিশ মুক্ত করে। যার ফলে আজ আমরা বহিরাগত ফিরিঙ্গিমুক্ত ভারতবর্ষের শান্তি উপভোগ করতে পারছি।তাই এই স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরযোদ্ধারা হলেন দেশ প্রেম ও যে কোনো সংগ্রামে নির্ভিকভাবে লড়াই করার আদর্শ।

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার তুলনা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে হয় না। তাইতো দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন,' সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।' জল-বায়ু-মৃত্তিকা, খাদ্যশস্যে ভরপুর, সদগুরুব্যক্তিদের সান্নিধ্য সবকিছু মিলেমিশে এযেন সত্যিই এক স্বর্গ। এখানে হিংসা, বিদ্বেষ-অসন্তোষের কোনো স্থানেই। কিন্তু বর্বর ইংরেজরা এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেনি। যুদ্ধের মতো ভয়ানক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল ভারতবাসী, ভারতের ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিতে, তাই স্বাধীনতা দিবস দিনটি আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে পালন করি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন নাচ-গান-কবিতা পরিবেশন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পালন করি। ছোটো বড় অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পোষাক পরিধান করে মিছিল পরিক্রমা করে।

তবে গত বছর হতে অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় করোনা আবহে এই দিনটির আনন্দও অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবে আমরা আশাবাদী যে অতি শীঘ্রই আমরা এই মহামারীর অবসান ঘটিয়ে আগের মতো করে স্বাধীনতা দিবস সহ অন্যান্য সমস্ত অনুষ্ঠান প্রানভরে উপভোগ করতে পারব।

(লেখিকা শিলিগুড়ি কলেজের ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী, তার বাড়ি শিলিগুড়ি চয়নপাড়াতে)

গ্রাম উন্নয়নের ভাবনায়

পুষ্পজিৎ সরকার

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। তার সঙ্গে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখেও সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এবারে করোনা আবহে চলছে সব অনুষ্ঠান। এখন আমাদের সকলের লড়াই করোনার বিরুদ্ধে। তবুও কয়েকটি কথা মেলে ধরছি।

জন্ম আমার শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থানার ঈশ্বরডোবা গ্রামে। পড়াশোনাও শুরু খড়িবাড়িতে। খড়িবাড়ি হাইস্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ভুগোলে অনার্স নিয়ে স্নাতক। পরে ২০০৪ সালে বিশ্বভারতী থেকে গ্রাম উন্নয়নের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। অনেক এনজিওতে কাজ করেছি। আলিপুরদুয়ারের জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অফ নর্থবেঙ্গলের তত্বাবধানে ইস্টার্ন ডুয়ার্সে বি এড ট্রেনিং কলেজ শুরু হয়েছিল ২০০৫-২০০৬ সালে। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। ২০০৯-২০১০ সাল পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার বি এড ট্রেনিং কলেজে থাকার পর ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজ। নকশালবাড়ি লাগোয়া খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে শুরু হয়েছিল এই কলেজ। বুড়াগঞ্জ সম্পর্কে নিশ্চয়ই অনেকে জানেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনে বহু আন্দোলনকারী এই বুড়াগঞ্জেই আত্মগোপন করে থাকতেন বলে শোনা যায়। সেই বুড়াগঞ্জেই

শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পরিচালিত বি এড কলেজ চলছে। তার আগে বলে রাখা ভালো, আমি শিক্ষকতা শুরু করি ২০০৮ সাল থেকে। রাজগঞ্জ ব্লকের ভান্ডারিগছ সুরুবাড়ি হাইস্কুলে। পরে ২০১৪ সালে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ কালকূটসিং হাইস্কুলে সহ শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দিই। আমার বাবার নাম মধুসূধন সরকার। তিনি আজ বেঁচে নেই। তিনিও ছিলেন শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কাজেই আজ যে শিক্ষকতা আমার পেশা

তার মূল ভিত তৈরি করে দিয়েছিলেন বাবাই। ছোট থেকেই মনে কাজ করতো, গ্রামের মানুষ কিভাবে আরও এগিয়ে যেতে পারে, কিভাবে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। ছোটবেলার সেই ভাবনা থেকেই মূলত শান্তিনিকেতনে গ্রাম উন্নয়নের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

উত্তরবঙ্গ থেকে পি পি ডি মডেল অর্থাৎ পাব্লিক প্রাইভেট ভাবনায় শিক্ষার প্রসারে কাজ করা যায় তার ভাবনা আগে একসময় ছিল না। ২০১১ সালে এ বিষয়ে কলকাতায় প্রস্তাব যায় সরকারের কাছে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে যা যা কাজ করছে সব ঠিকই আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার আরও বিস্তারে বেসরকারি বিনিয়োগ বা সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারি প্রয়াস হলে যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের কাজ আরও প্রসারিত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই প্রয়াস শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গ থেকে ২০১১ সালে। তার আগে ২০০৬ সালে আমি রিমোট সেন্সিংয়ের ওপর এক বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স করি। সেই সব পড়াশোনা এবং

শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে কাজ করতো, শিক্ষক তৈরির একটি কলেজ হলে উত্তরবঙ্গ এবং তার আশপাশের বহু ছাত্রছাত্রী উপকৃত হতেন। সেই থেকে প্রয়াস শুরু হয় তরাই বি এড কলেজ তৈরির ভাবনা। প্রথমে দুশো জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল তরাই বি এড কলেজের। আজ তার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা চারশ ছাড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গতো বটেই সিকিম, মেঘালয়, অরুনাচল প্রদেশ থেকেও অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে পড়তে আসছেন। আগামী দিনে যারা শিক্ষক হবেন তাদের ভিত তৈরি করা হচ্ছে তরাই বি এড কলেজে। এখনতো কলেজ বন্ধ। সব ক্লাস হচ্ছে অনলাইনে। ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ক্লাস করানোর সময় তাদের আধুনিক মোবাইল নেট প্রযুক্তির বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

সমাজে বিরাট অবদান শিক্ষকদের। আজ যত ডাক্তার, নার্স , স্বাস্থ্য কর্মী যাই দেখি না কেন আমরা, শিক্ষক ছাড়া কিছু হতে পারে না। শিক্ষকরাই সব কিছুর ভিত্তি তৈরি করে দেন। শিক্ষকদের কাজের কোনও ভিজিবিলিটি দেখা যায় না। তারা কাজ করেন নিঃশব্দে। কাজেই শিক্ষক ছাড়া সমাজ অচল।

গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে আমি অনেক পড়াশোনা করেছি। এবং এখনও বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের তত্বাবধানে গবেষনাধর্মী কাজ চলছে। খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জে অনেক ক্ষুদ্র চা চাষী রয়েছেন। এই সব চাষীদের অনেকে আগে আলু বা ধান বা অন্য সব্জির ফলন করতেন। তাদের উপার্জন এতে অনেক কম ছিলো। এখন চা চাষের মাধ্যমে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঘোষপুকুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ২০১৭ থেকে এলাকায় কাজ করছে। শুরুতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন সেল্ফ হেল্প গ্রুপ ছিলো সেখানে। এখন তা হয়েছে তিনশ পনের জন। যারা বংশপরাম্পরায় ধান চাষ করে আসছেন তাদের মধ্যে এখন চা চাষে উৎসাহ বেড়েছে। কিভাবে চা চাষকে আরও উন্নত করা যায় তার ভাবনা সেখানে শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানকে সামনে রেখে কিভাবে চা চাষ হতে পারে তার কাজ চলছে সেখানে অনবরত।

বিশ্বভারতীর রুরাল ম্যানেজমেন্টের ডঃ শুভ্রাংশু সাঁতরার তত্বাবধানে শুরু হয়েছে এই ক্ষুদ্র চা চাষীদের চা মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে গবেষনা। জৈব পদ্ধতিতে কিভাবে তারা চা চাষ করতে পারেন , কিভাবে সেই চা বিপণন হতে পারে তারই আলোচনা এবং কাজ চলছে এখন খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ এলাকাতে।

সবাইকে আবারও পনের আগস্ট এবং স্বাধীনতা দিবসের আগাম শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। করোনা ঠেকাতে মুখে মাস্ক রাখুন, টিকা গ্রহন করুন এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন।

(লেখক একজন গবেষক, তিনি খড়িবাড়ির কালকুটসিং হাইস্কুলের শিক্ষক, তাছাড়া শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজের তিনি একজন সম্পাদকও। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি গ্রামীন এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট। চলছে তাঁর কাজ)

শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে প্রয়াস ফাউন্ডেশন

বিশ্বজিত ভট্টাচার্য

(প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি)

প্রথমেই প্রয়াস ফাউন্ডেশন, শিবমন্দিরের তরফে সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং আসন্ন শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। সাধারণ অর্থে প্রয়াস হলো চেষ্টা। কিন্তু গভীর অর্থে প্রয়াস হলে এক দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সমাজ এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যানের জন্য চেষ্টা করা।

এই প্রয়াস শুধু আমার একারই নয়, এই প্রয়াস সমাজের প্রতিটি মানুষের। আমাদের সমাজ তথা দেশের সার্বিক কল্যানের জন্য চেষ্টা সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন হওয়া উচিত। যেমনটা আমার জীবনের এক স্বপ্ন ও মূল মন্ত্র। এই স্বপ্ন ও মুলমন্ত্রকে অঙ্গীকার করেই আমরা এগিয়ে যাবো সমাজের সার্বিক কল্যানের দিকে।

আমি ভট্টাচার্য পরিবারে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহন করিনি। আমার বাবা সাধন ভট্টাচার্য ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। চিত্র শিল্পের ব্যবসা সবসময় সমান যায় না, ওঠানামা ছিলো। তাই আমাদের আটজনের পরিবারে সুখদুঃখ ও অভাব অনটন ছিলো।

কারণ আমাদের বাবা একাই উপার্জনকারি ছিলো। আমার দিদি, দাদা, ছোট ভাই ও দুটো ছোট বোন আছে। আমরা ছয় ভাই-বোনরা পরপর পড়াশোনা শুরু করেছিলাম। আমাদের পরিবারের খরচ চালানোর জন্য বাবাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হোত। আমি ছোটবেলা থেকেই ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতাম। তাই খেলার ও হাত খরচের জন্য সপ্তম শ্রেণী থেকেই আমি টিউশন করতাম। তাই স্কুল ও কলেজ জীবন থেকেই জীবনের হিসাবনিকাশটা ভাল করেই বুঝে নিয়েছিলাম। জীবন সংগ্রামে বাঁচার ও জীবনের ভালমন্দকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা পেয়েছিলাম। তাই স্কুল ও কলেজ জীবন থেকেই দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানো, কুসংস্কার ও পনপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান ভালো লাগতো। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ যেমন গ্রামে রাস্তা নির্মান, মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার, কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতামাতার পাশে দাঁড়ানো, দুর্গা পুজোয় আড়ম্বরতা না করে দরিদ্রদেরকে বস্ত্র দান-- এভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলাম।

অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বাবা একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৮৪সালে আমার গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ন হয়। তাই পরিবারের হাল নিজের হাতে নিতে আমি ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৫তে ২১ বছর বয়সে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করি।

২১ বছর বয়স থেকেই আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় তথা প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো। সেনা জীবনের ব্যস্ততায় জীবনে অনেক উথালপাথাল হয়েছিলো এবং দেশের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সেবাকালীন আর্মি ডেভলপমেন্ট গ্রুপের হয়ে ও অপারেশন সদভাবনা এর হয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে দেশবাসীর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর

বিবাহ, কন্যা সন্তানের জন্ম, তার পড়াশোনা, সুদীর্ঘ ৩০ বছর দেশ সেবার পর ৫১ বছর বয়সে আর্মি থেকে অবসর নিয়েছিলাম ৩০শে এপ্রিল, ২০১৫তে। এভাবে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়েছে। এবার আমি স্বাধীনভাবে সমাজের ও মানুষের সেবা করার জন্যই এই প্রয়াস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নিলাম।

আমাদের এই প্রয়াসকে পৌছে দিতে চাই সমাজের নিচু তলার প্রতিটি লোকের কাছে। আশ্রয়হীন ও অভিভাবকহীন পথ শিশু যারা অপুষ্টি ও রোগের শিকার, যারা তলিয়ে গিয়েছে বর্বরতা ও অন্ধকার গলিতে, তাদেরকে পুষ্টি ও চিকিৎসা দিয়ে শিক্ষার আলোকে ফিরিয়ে আনতে হবে সাধারণ জীবন ধারায়। মানুষের জীবনে প্লাস্টিক ও পলিথিন এর অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্লাস্টিক ও পলিথিনের অপব্যবহারের ফলে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে এবং প্লাস্টিক ও পলিথিনের জঞ্জালে যেন মানুষের জীবন তলিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার, রাজ্য সরকার এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারও ব্যর্থ হচ্ছে প্রতিদিনকার প্লাস্টিক পলিথিনের জঞ্জালের স্তূপকে পরিস্কার করতে ও প্রকৃতিকে প্রদূষন মুক্ত করতে। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ এতটাই অলস, খামখেয়ালি ও অবুঝ হয়ে গেছে যে বাজার থেকে জিনিস আনার জন্য বাড়ি থেকে কোনও ব্যাগ বা থলি না নিয়েই বাজারে বেড়াতে চলে যাচ্ছে। আর বিক্রেতা বাধ্য হয়েই ক্রেতাদেরকে তরিতরকারি ও জিনিস পলিথিন ব্যাগে দিচ্ছে। অথচ ঘর থেকে বাজারে ব্যাগ নিয়ে গেলে জিনিস বা তরিতরকারির সঙ্গে পলিথিন ব্যাগ বাড়িতে আসতো না এবং পলিথিনে আবর্জনা ভরে যত্রতত্র ফেলা হোত না।

তাই প্রয়াস ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আমি স্থানীয় সরকার, প্রতিটি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করছি, প্লাস্টিক ও পলিথিনের অপব্যবহারকে বন্ধ করা এবং পলিথিনের ব্যাগকে সম্পূর্নরুপে বর্জন করার জন্য যেন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। প্লাস্টিক ও পলিথিনের অপব্যবহারকে বন্ধ করতে সমাজের প্রতিটি মানুষকে নিম্নলিখত নিয়মগুলোকে কঠোরভাবে পালন করতে হবে----

এক) বাড়ি থেকে কাপড় বা চটের ব্যাগ বা থলে নিয়ে বাজারে যেতে হবে। বিক্রেতা তরকারি বা জিনিসপত্র পলিথিন ব্যাগে দিলে তার বিরোধিতা করতে হবে, দুই) প্রত্যেকের বাড়িতে দুটো বড় গর্ত বা পিট (ব্যাস তিন ফুট ও গভীর তিন ফুট) বানাতে হবে। তাছাড়া প্রত্যেকের বাড়িতে তিনটি ডাস্টবিন বা বড় ডিব্বা রাখতে হবে। বাড়িতে এঠো বা বাড়তি খাবার একটিতে রাখতে হবে। তরকারি সব্জির বা ফলের খোসা বা ছিবড়ে তৃতীয় ডিব্বায় বা ড্রামে রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ড্রামের আবর্জনা দুটো গর্ত বা পিটে ফেলতে হবে। এবং অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র গর্ত বা পিটে রেখে পুড়িয়ে দিতে হবে, তিন) গর্ত বা পিটগুলো ভরে গেলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে, চার) প্রতি সপ্তাহে একদিন ঘরবাড়ি পরিস্কার করতে হবে। ফুল গাছ ও ফলের গাছের পাতা পরিস্কার করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং সমাজকে প্রদূষন মুক্ত রাখতে হবে, পাঁচ)প্রতিমাসে একদিন প্রতিটি সোসাইটি বা মহল্লার মানুষ সমবেত হয়ে রাস্তাঘাট পরিস্কার করতে হবে, গাছগাছালি পরিস্কার করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এইভাবে সমাজকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ রাখতে হবে। তাতে সমাজের প্রত্যেকের

সঙ্গে প্রত্যেকের সুসম্পর্ক হবে ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি সমাজ সমষ্টি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে ও প্রকৃতি প্রদূষন মুক্ত হবে।

প্রকৃতিকে সম্পূর্নরুপে প্রদূষন মুক্ত করতে হলে মানুষকে নেশামুক্তির জন্য সচেতন করতে হবে। নেশাজাত সামগ্রী মদ , গাঁজা, ড্রাগস, বিড়ি, সিগারেট, গুটখা, খইনি ও জর্দাকে খোলা বাজারে বিক্রি বন্ধ করতে হবে। অভিভাবকহীন ও আশ্রয়হীন পথ শিশুদেরকে নেশামুক্ত করতে হবে। প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমাজের প্রতিটি মানুষকে দৃঢ় সঙ্কল্প নিতে হবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। সবার প্রয়াসেই এক প্রদূষনমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরের ফাঁসিদেওয়া মোড়ের কাছে, তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী)

ব্যতিক্রমী কাজে নবীনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি পরেশ নগরে বাড়ি আমার তাঁরার কর্ণধার নবীনা সরকারের। তাঁর বাবা প্রয়াত নারায়ন চন্দ্র সরকার আর মা মায়া সরকার। প্রয়াত নারায়ন চন্দ্র সরকার ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মী। সেনাবাহিনীতে কাজ করার পাশাপাশি তিনি গরিবদুঃখীদের পাশে থাকতেন। গরিবদের সেবা করতেন। বাবার কাছ থেকে নবীনা দেখেছেন কিভাবে গরিব দুঃখীদের সেবা করতে হয়। আর বড় হয়ে বাবার মতো সেই সেবামূলক অভ্যাস ছাড়তে পারেননি নবীনা। তাই বিভিন্ন স্থানে গরিবদুঃখীদের পাশে ধারাবাহিকভাবে দাঁড়িয়ে চলেছেন নবীনা সরকার। সম্প্রতি তিনি আশ্রমপাড়ার বঙ্গ ভবনে দুঃস্থ পরিচারিকাদের মধ্যে টিকা প্রদানের উদ্যোগ নেন। নিজে ব্যক্তিগতবাবে টিকা কিনে এনে তা বিনামূল্যে পরিচারিকাদের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা করেন নবীনা। তাঁকে এই কাজে সহযোগিতা করে শিলিগুড়ি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। নবীনা বলেছেন, মানুষের সেবা করতে ভালো লাগে। বিশেষ করে গরিবদের পাশে থাকতে ভালোবাসি। এই কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাবো।

লড়াই চালিয়ে যেতে হবে

মধুমিতা ঘোষ

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। বর্তমানে আমরা সবাই লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছি। কেননা করোনা আমাদের যেমন অনেক প্রিয়জনের প্রান কেড়ে নিয়েছে তেমনই আমাদের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দিয়েছে। করোনার জেরে অনেকের কাজ চলে গিয়েছে। অনেকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নেই। আমরাও লড়াই করছি। শিলিগুড়ি সিটি সেন্টারে আমাদের কালারিস্টা। নেইল আর্ট। লেক টাউনে রয়েছে আমাদের বিউটি পার্লার। করোনা লকডাউনের জেরে ব্যবসা মন্দা রয়েছে। তবুও আমরা সামাজিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছি সমাজের কথা চিন্তা করে। ইউনিক ফাউন্ডেশন সংস্থাতে আমরা দান করেছি একটি এম্বুলেন্স। তাছাড়া এই সময় আরও অনেক সেবামূলক কাজ করছি ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের সঙ্গে। আমাদের ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শক্তি পাল। সবসময় ইউনিকের সেবার কাজে রয়েছি। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। করোনা বিধি মেনে চলুন। এই থাকলো প্রার্থনা।

দেশ ও সমাজের সেবার ভাবে পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা

বিপ্লব সেনগুপ্ত

সকলকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। তার সঙ্গে শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা। খবরের ঘন্টার সম্পাদকের আবেদনে সাড়া দিয়ে কয়েকটি কথা মেলে ধরছি।

জন্ম আমার নদীয়া জেলার চাপড়াতে ১৯৫৮ সালে। বাবা বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত ছিলেন পুলিশের অফিসার। রানাঘাটে পালচৌধুরী হাইস্কুলে ছেলেবেলায় পড়াশোনা। বাবার বদলির চাকরি হওয়াতে এদিক ওদিক ছোট থেকে যেতে হয়েছে। শিলিগুড়িতে প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছি। বাবা আলিপুরদুয়ারে ওসি হয়ে বদলি হয়ে গেলে সেখানে পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি। তারপর আবার মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেনী পড়াশোনা। তারপর আবার শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই। শিলিগুড়িতে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েছি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে। আর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি শক্তিগড় বিদ্যাপীঠ থেকে। পরে

শিলিগুড়ি কলেজে জুলজি বা প্রানী বিদ্যা নিয়ে স্নাতক হওয়া। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ল কলেজ থেকে আইন নিয়ে পড়াশোনা। তার সঙ্গে শিবমন্দির বি এড কলেজ থেকে পড়াশোনা করি। ১৯৮০ সালে জীববিদ্যার শিক্ষক হিসাবে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিই। তারমধ্যেই রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও শিক্ষার ওপর মাস্টার ডিগ্রী করি। শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর গ্রহন করি ২০১৮ সালে। আর আইন পেশার কাজে নেমে পড়ি ২০১৯ সাল থেকে। পূবালির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। আর পূবালি মারা যায় ১৯৯২ সালের ২১ জানুয়ারি। তারপর ১৯৯২ সালে গঠন হয় পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা। পূবালি কি কারনে মারা যায়, তা সকলের জানা। শিলিগুড়ির নার্সিং হোমে তার মৃত্যু হয়েছিল। সেই নার্সিং হোমের বিরুদ্ধে আমি চিকিৎসা গাফিলতির অভিযোগ এনে মামলা করেছিলাম। সেই মামলাতে আমি জয়ীও হই। পূবালি যখন মারা যায় তখন আমার পুত্র সন্তান ঋকপ্রতীকের বয়স ২১ দিন। এখন ওর বয়স ২৮ বছর। এখন এস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে গবেষনা করছে ঋকপ্রতীক। ওর আটটি গবেষণা পত্র প্রকাশিতও হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের তত্বাবধনেই ওর গবেষণাধর্মী কাজ চলছে এখনও। আমার স্ত্রী পূবালি ছবি আঁকতে ভালবাসতো। আর সমাজের দরিদ্র মানুষদের প্রতি ওর বিশেষ টান ছিলো। গরিবদের সেবা করতে ভালবাসতো পূবালি। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম হয় পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থা। শুরুতে পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় চারশ জন অংশ নিতো, এখন তা তিন হাজারে ঠেকেছে। শুধু অঙ্কন প্রতিযোগিতাই নয়, পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার তত্বাবধানে আমরা পাঁচটি ভাষায় প্রতিবছর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করি, তার

সঙ্গে দুঃস্থ ও মেধাবীদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করি। গত একবছর ধরে করোনার জন্য সেভাবে সব অনুষ্ঠান হয়নি। তবুও আমরা শিক্ষা সামগ্রী অনেকের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু এই সব অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করতে অনেক খরচ যে আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আগে আমি ছাত্র পড়িয়ে সেই খরচ সংগ্রহ করতাম, এখন আইনি পেশা থেকে যা রোজগার হয় সেই অর্থ দিয়ে ওই সব সামাজিক কাজ করি। মানুষের পাশে থাকবার চেষ্টা করি। আইন পেশা শুরু করবার পর জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সার্কিট বেঞ্চে এখন পর্যন্ত ১৪টি মামলায় রিট পিটিশন করেছি। আর ৩৭ দিন নিয়মিতভাবে আদালতে উপস্থিত হয়েছি। যারা গরিব অথচ বিচার প্রার্থী, অর্থের অভাবে আদালতের দরজায় যেতে পারছেন না তাদের কথাও চিন্তা করেছি আমি। কয়েকজনের মামলা বিনা পয়সাতে করেছি। আসলে এসব কাজের সবটাই সমাজ ও দেশের কথা চিন্তা করে। আমি, আমার পরিবার, প্রতিবেশী যেমন সুস্থভাবে, ভালোভাবে বেঁচে থাকে তেমনই সমাজের সবাই যেন ভালো থাকে এটাই চাই।

বর্তমানে আমরা এক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে চলছি। করোনাতে অনেকে প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। যারা চলে গিয়েছেন, তারা আর ফিরে আসবেন না। আবার এই করোনার জেরে চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান সবেতেই একটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। এই সময় আমি ছাত্রছাত্রীদের বলবো, চোয়াল শক্ত করে এখন আরও বেশি করে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

(লেখক পূবালি সেনগুপ্ত স্মৃতি সংস্থার কর্ণধার এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তার বাড়ি শিলিগুড়ি বাবু পাড়ায়, তিনি এখন আইনি পেশায় যুক্ত রয়েছেন)

সকলকে স্বাধীনতা দিবস ও শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা

গত ২২-৭-২১ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন আমার স্ত্রী শীলা বড়ুয়া। আমার কর্মজীবনে তাঁর অবদান ছিল বিরাট। তাই তাঁকে স্মরন করে আধ্যাত্মিক ও মানবিক বিভিন্ন কর্মসূচি আমি শুরু করেছি তাঁর আত্মার সদগতি কামনায়। শীলা বড়ুয়া স্মরনে গত ২৮ জুলাই বুধবার সাপ্তাহিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় ধর্মসভা, অষ্টপরিস্কার সহ সংঘদান, জ্ঞাতি ভোজন, স্মৃতিচারন ও পুণ্যদান অনুষ্ঠান। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার প্রীতিলতা সরনির উলাসী ভবনে সেই অনুষ্ঠান হয়। এভাবে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাক্ষিক, মাসিক এবং শেষে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হবে। সব অনুষ্ঠানেই আধ্যাত্মিক কর্মসূচি ছাড়া গরিব দুঃখীদের পাশে থাকা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবাই মেনে চলুন করোনা বিধি।

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

প্রতিষ্ঠাতা ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতি হাইস্কুল।

শিক্ষকরাই সমাজের মূল মেরুদন্ড

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

সকলকে স্বাধীনতা দিবস এবং শিক্ষক দিবসের আগাম শুভেচ্ছা। আমরা এক দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। বিগত প্রায় দেড় বছর ধরে করোনার জেরে আমাদের সকলকেই লড়াই করতে হয়েছে। এরমধ্যেই আমাদের ঐতিহ্যের দিনগুলো যেমন স্বাধীনতা দিবস, শিক্ষক দিবসকে স্মরন করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা দিবস বা শিক্ষক দিবস নিয়ে কিছু বলার আগে আমি বলতে চাই আমার স্ত্রী শীলা বড়ুয়ার বিয়োগের কথা।

গত ২২ জুলাই তারিখে দীর্ঘ রোগভোগের পর আমার স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। স্ত্রী অসুস্থ থাকার সময় প্রানপনে তাঁর সেবা করেছি। আমাদের মহাপুরুষেরা বলে গিয়েছেন, যারা মা বাবা বা অসুস্থ রোগীর সেবা করেন তাদের সেবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সেবা মহাপুরুষদের পাদপদ্মেই গিয়ে জমা হয়। স্ত্রীকে স্মরন করে গত ২৮ জুলাই আমি আমার হায়দরপাড়া প্রীতিলতা সরনিতে সাপ্তাহিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করি। সেই সময় অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা, অষ্ট পরিস্কার সহ সংঘদান, জ্ঞাতি ভোজন, স্মৃতিচারন ও পুন্যদান। সেই অনুষ্ঠান থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী একবছর ধরে স্ত্রী স্মরনে চলবে নানা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক সেবা। বহু গরিব দুঃখীদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি এই সময়। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে স্ত্রীর অবদান ছিল বিরাট। তাই স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরুপ সেই সব অনুষ্ঠান করছি। প্রথমে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান হলেও পরে তার পাক্ষিক এবং মাসিক অনুষ্ঠান হবে। এরপর

এক বছর পরে বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে। সবই স্ত্রীর আত্মার সদগতি কামনায়।

এবারে বলি আমার শিক্ষক জীবনের কথা। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বুদ্ধ ভারতি হাইস্কুল আমি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম ১৯৭০ সালের ৫ জানুয়ারি। তখন থেকেই আমি সেখানে প্রধান শিক্ষক ছিলাম। আর সেখান থেকে অবসর গ্রহন করি ২০০২ সালের ৩১ মে। বুদ্ধ ভারতি হাইস্কুলে কাজে যোগ দেওয়ার আগে ১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম শিলংয়ে। সেখানে বুদ্ধ বিদ্যানিকেতনে সহশিক্ষক ছিলাম। শিলংয়ে পালি কলেজের অধ্যাপকও ছিলাম আমি। শিলিগুড়িতে মহানন্দাপাড়ায় ধর্মাধার পালি কলেজ ১৯৭০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল। সেখানে আমি অধ্যক্ষ ছিলাম। সেখানে ১৪ বছর ধরে সেবা করেছি। পরে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সেই পালি কলেজ বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষক দিবস প্রসঙ্গে বলবো, ছাত্রছাত্রীদের আমাদের এমন শিক্ষা দেবো যাতে তারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য সবসময় কাজ করতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা যত ভালো থাকবে, যত তারা মানুষ হবে ,ততই আমাদের সমাজের ভালো হবে। স্বাধীনতা দিবস প্রসঙ্গে বলবো, অনেক সংগ্রামের পর আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা সমস্ত দিক থেকে যতই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ততই সার্থক হবে দেশের স্বাধীনতা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই থাকলো প্রার্থনা। (লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতি হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং ওই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।)